বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ব্যয় বা সার্ভিস চার্জ বা প্রফেশনাল ফি হিসাবে ১২টি প্রকল্প হতে গৃহীত অর্থের হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর-১৫/২০২১

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ব্যয় বা সার্ভিস চার্জ বা প্রফেশনাল ফি হিসাবে ১২টি প্রকল্প হতে গৃহীত অর্থের হিসাব সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর-১৫/২০২১

সূচীপত্র

প্রথম অংশ		
ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	মুখবন্ধ	v
অধ্যায়-১		
২.	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলি	২-৫
৩.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৬
অধ্যায়-২		
৪.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	৮-৯
৫.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১০-৪০

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২. স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক ১২টি প্রকল্প হতে ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ব্যয় বা সার্ভিস চার্জ বা প্রফেশনাল ফি হিসেবে গৃহীত অর্থের বিষয়ে ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩. এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ২৭টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত অফিস প্রধানসহ স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪. এই অডিট সম্পাদন ও এই রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫. জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখঃ .... বঙ্গাব্দ।
২৪/৮/২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

অধ্যায় - ১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য:

এই রিপোর্ট স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক ১২টি প্রকল্প হতে গৃহীত ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ব্যয় বা সার্ভিস চার্জ বা প্রফেশনাল ফি হিসেবে ২ (দুই) শতাংশ অর্থের বিষয়ে ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১২টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট ক্রাইটেরিয়া হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা। ৬০ এর দশকে পল্লীপূর্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু করলেও সময়ের পরিক্রমায় এর পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে শহরের সীমানায় রয়েছে এলজিইডির বিশাল কর্মযজ্ঞ। পল্লী অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ এবং হাট-বাজার ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল করতে এলজিইডি যে অবদান রেখেছে তা আজ দৃশ্যমান। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসব অবকাঠামোর অবদান অপরিসীম। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এলজিইডি শহর ও নগর অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) কারিগরি সহায়তা প্রদান ও এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা ও দক্ষতা উন্নয়নেও এলজিইডি সম্পৃক্ত। স্থানীয় পর্যায়ে গ্রামীণ ও নগর অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এসব অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি সহায়তা প্রদান এলজিইডির কর্ম তালিকার অংশ। একইসঙ্গে এলজিইডি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে এবং প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম ঃ

এলজিইডি এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	পদনাম	গ্রেড	পদসংখ্যা
১ম শ্রেণির পদ			
১.	প্রধান প্রকৌশলী	১	১
২.	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	৩	১৫
৩.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৪	৩৪
৪.	সিনিয়র স্থপতি	৪	১
৫.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট	৫	১
৬.	সহকারী প্রধান প্রকৌশলী	৫	১
৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী (পুরঃ)	৫	১৬০
৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী (মানব সম্পদ)	৫	৪
৯.	পরিবেশ প্রকৌশলী (নির্বাহী প্রকৌশলী)	৫	১
১০.	নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	৫	১০
১১.	সিস্টেম এনালিষ্ট	৫	১
১২.	আইন কর্মকর্তা	৫	২
১৩.	ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিষ্ট	৫	১
১৪.	স্থপতি	৫	১
১৫.	নগর পরিকল্পনাবিদ	৫	১
১৬.	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	৬	৭৬
১৭.	প্রোগ্রামার	৬	২
১৮.	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	৬	১
১৯.	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	৬	১
২০.	উপজেলা প্রকৌশলী	৬	৪৯১
২১.	উর্ধ্বতন সমাজ বিজ্ঞানী	৬	৯
২২.	সহকারী প্রকৌশলী (পুরঃ)	৯	২৬৮
২৩.	উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী	৯	৪৯১
২৪.	সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	৯	২৩
২৫.	সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	৯	২
২৬.	এ্যাগ্রোনোমিষ্ট	৯	১
২৭.	এ্যাকুয়াকালচারিষ্ট	৯	১
২৮.	সমাজ বিজ্ঞানী	৯	৬৫
২৯.	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	৩
৩০.	সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ	৯	১
৩১.	সহকারী স্থপতি	৯	১
৩২.	পরিসংখ্যানবিদ	৯	১
৩৩.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৯	১
		মোট (১ম শ্রেণির পদ)	১৬৭২
২য় শ্রেণির পদ			
৩৪.	উপসহকারী প্রকৌশলী	১০	১৭০২
৩৫.	নক্শাকার (উপসহকারী প্রকৌশলী)	১০	৪৯৫
৩৬.	এস্টিমেটর (উপসহকারী প্রকৌশলী)	১০	৩
৩৭.	ক্যাড অপারেটর (উপসহকারী প্রকৌশলী)	১০	১
৩৮.	উপসহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	১০	২০
৩৯.	মেকানিক্যাল ফোরম্যান	১০	৬৬
৪০.	উপসহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১০	২
		মোট (২য় শ্রেণির পদ)	২২৮৯
৩য় শ্রেণির পদ			
৪১.	হিসাব রক্ষক	১১	৫৬৫
৪২.	ইমাম	১১	১
৪৩.	ল্যাবরেটরী টেকনিশিয়ান	১১	৬৪
৪৪.	মেকানিক	১১	৬৭
৪৫.	প্রধান সহকারী	১২	১
৪৬.	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৩	২১
৪৭.	হিসাব সহকারী	১৩	৫৩৮
৪৮.	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৪	৮৫
৪৯.	উচ্চমান সহকারী	১৪	৬৮
৫০.	কমিউনিটি অর্গানাইজার	১৪	৪৯১
৫১.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	৬০৫
৫২.	অফিস সহকারী	১৬	৪৯১
৫৩.	সার্ভেয়ার	১৬	৪৯২
৫৪.	মুয়াজ্জিন	১৬	১
৫৫.	ইলেকট্রিশিয়ান	১৬	৫৫৬
৫৬.	কার্যসহকারী	১৬	২৫১২
৫৭.	গাড়ি চালক	১৬	২৫০
৫৮.	ট্রাক চালক	১৬	৬৪
৫৯.	রোড রোলার চালক	১৬	২৫৬
৬০.	নিউমেটিক টায়ার রোলার অপারেটর/ চালক	১৬	৬৪
৬১.	এক্সেভেটর অপারেটর/চালক	১৬	৬৪
৬২.	বুলডোজার অপারেটর/চালক	১৬	৬৪
৬৩.	বিটুমিন স্প্রেয়ার কাম মিক্সার মেশিন অপারেটর	১৬	৬৪
		মোট (৩য় শ্রেণির পদ)	৭৩৮৪
৪র্থ শ্রেণির পদ			
৬৪.	এ্যামোনিয়া মেশিন অপারেটর	১৮	১
৬৫.	ফটোস্টাট মেশিন অপারেটর	১৮	১
৬৬.	লিফট অপারেটর	১৯	৬
৬৭.	অফিস সহায়ক	২০	১২৩৫
৬৮.	ল্যাবঃ সহকারী	২০	৬৬
৬৯.	মালী	২০	৮৫
৭০.	নিরাপত্তা প্রহরী	২০	৫৫৫
৭১.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২০	১০০
		মোট (৪র্থ শ্রেণির পদ)	২০৪৯
		সর্বমোট	১৩৩৯৪

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী ঃ

এলজিইডি-এর মূল কার্যাবলী নিম্নরূপ-

- পল্লী ও শহরে পরিকল্পিত টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ;
- পৌর/নগর এলাকায় ফুটপাত, ড্রেন ও সড়ক উন্নয়নে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- পরিকল্পিত টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, ডিজাইন ও অন্যান্য কারিগরি ম্যানুয়াল ও স্পেসিফিকেশন প্রণয়ন;
- কাজের গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator ঃ

এলজিইডি-এর প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator) নিম্নরূপ-

- পাকা সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ কভারেজ
- ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কভারেজ
- সম্প্রসারিত উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ কভারেজ
- নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক
- নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক
- নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক
- নির্মিত ব্রিজ/কালভার্ট
- উন্নীত হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার
- নির্মিত সাইক্লোন সেন্টার
- নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন
- নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন
- রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক
- সৃষ্ট কর্মসংস্থান

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

১২টি প্রকল্পের বিপরীতে সার্ভিস চার্জ হিসাবে নিরীক্ষিত সময়ে নীট গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর অঙ্ক ৩১৭,৬৬,৭২,২০৮ টাকা এবং নিরীক্ষিত অর্থ বছরের শুরুতে প্রারম্ভিক জের ৭,৯৯,০৬,৮৩৭ টাকা। অতএব, প্রারম্ভিক জেরসহ নিরীক্ষিত অর্থ বছরে মোট গৃহীত অর্থের অঙ্ক (৩১৭,৬৬,৭২,২০৮+৭,৯৯,০৬,৮৩৭) = ৩২৫,৬৫,৭৯,০৪৫ টাকা এবং ব্যয়িত অর্থের অঙ্ক ৩০৩,২৪,০৮,৯৭৭ টাকা। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ফাপাড কর্তৃক ইতোপূর্বে নিরীক্ষিত ২০০৪-২০১৩ সনে নীট গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর অঙ্ক ১২৭,৪৭,০৬,৯৮৯ টাকা এবং মোট ব্যয়িত অর্থের অঙ্ক (১২৭,৪৭,০৬,৯৮৯-৭,৯৯,০৬,৮৩৭) =১১৯,৪৮,০০,১৫২ টাকা। অর্থাৎ ২০০৪-০৫ হতে ২০১৯-২০ পর্যন্ত সময়ে প্রফেশনাল ফি বা ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ব্যয় বা সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে মোট গৃহীত অর্থের অঙ্ক (৩১৭,৬৬,৭২,২০৮+১২৭,৪৭,০৬,৯৮৯) = ৪৪৫,১৩,৭৯,১৯৭ টাকা এবং ব্যয়িত অর্থের অঙ্ক (১১৯,৪৮,০০,১৫২ +৩০৩,২৪,০৮,৯৭৭) = ৪২২,৭২,০৯,১২৯ টাকা।

অডিটের আইনগত ভিত্তি :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি :

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ এবং Government Auditing Standard of Bangladesh অনুসরণক্রমে এ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০০৮-০৯ খ্রিঃ হতে ২০১৯-২০ খ্রিঃ পর্যন্ত ১২টি প্রকল্প হতে এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর উপর এই নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। নিরীক্ষিত প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ:

- তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-৩), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
- বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
- পিটিআইবিহীন ১২ টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
- প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার শীর্ষক প্রকল্প ২য় পর্যায় (জিপিএসআরআরপি), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
- চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প-০১ (এনবিআইডিজিপিএস-০১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
- চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প-০১, (এনবিআইডিএনএনজিপিএস-০১), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
- চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি–৪), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
- রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক-২) এমআইএস সেল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
- প্রক্সি মিনস টেস্টিং এডমিনিস্ট্রেশন (পিএমটিএ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
- বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান), কৃষি মন্ত্রণালয়।
- কনস্ট্রাকশন অব উপজেলা এন্ড রিজিওনাল সার্ভার স্টেশন ফর ইলেক্টোরাল ডাটা বেইজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (সিএসএসইডি) (উপজেলা অংশ), নির্বাচন কমিশন।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

অডিটের বিষয়বস্তু : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক (এলজিইডি) গৃহীত ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ব্যয় বা সার্ভিস চার্জ বা প্রফেশনাল ফি হিসেবে গৃহীত অর্থের বিষয়ে ১২টি প্রকল্পের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট।

অডিট কৌশল : কমপ্লায়েন্স অডিট।

অডিট সময়কাল : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ৯টি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ১টি, নির্বাচন কমিশনের ১টি এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১টিসহ মোট ১২ টি প্রকল্প হতে গৃহীত ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ব্যয় বা সার্ভিস চার্জ বা প্রফেশনাল ফি বা অপারেশনাল কস্ট এবং এর ব্যবহারের উপর ১৮-০৩-২০২০ হতে ২৫-০৩-২০২০ এবং ১১-০৬-২০২০ হতে ২১-০৯-২০২০ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

পূর্ববর্তী অডিট রিপোর্টের হালনাগাদ তথ্য :

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০৪-২০১৩ খ্রিঃ সময়কালে ০৭টি প্রকল্প হতে গৃহীত প্রফেশনাল ফি এর হিসাবের উপর বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক অডিট করা হয়। উক্ত অডিটে উত্থাপিত ০৮টি আপত্তি বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হয়। রিপোর্টটি ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৮১তম বৈঠকে আলোচিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, কমিটি শাখা-১ এর স্মারক নং-১১.০০.০০০০.৭৩১.৩১.০১২.১৮.১৬৮(৫), তারিখ: ১১ এপ্রিল ২০১৮ এর মাধ্যমে উক্ত বৈঠকের প্রাপ্ত কার্যবিবরণীর তথ্য মোতাবেক অনুচ্ছেদ ১ ও ৭ শর্তসাপেক্ষে নিষ্পত্তি বলে গণ্য করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট অনুচ্ছেদ ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৮ এর বিষয়ে উত্থাপিত আপত্তি অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুশাসন দেয়া হয়েছে।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

নিরীক্ষাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লংঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। নিরীক্ষাকালে কোন অডিট অনুচ্ছেদ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে নিষ্পন্ন করা হয়নি। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রির্পোটে ২৭টি অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকা ৪৫৯,০৬,৯৬,৫৪৪ (চারশত ঊনষাট কোটি ছয় লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশত চুয়াল্লিশ)। এই রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ব্যয় বা সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করা;
- সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে ডিপিপিতে সংস্থান ছাড়াই আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে গাড়ি ক্রয়, এলজিইডি'র অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, বাসভবন নির্মাণ ও মেরামত কাজ সম্পাদন;
- কর্তনযোগ্য আয়কর ও মূসক কর্তন না করা;
- ডিপিপি মোতাবেক সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে যানবাহন পরিচালন ব্যয়ের কোন সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে গাড়ি ব্যবহার দেখিয়ে বিভিন্ন যানবাহন বা গাড়ির জ্বালানী ব্যয় নির্বাহ ;
- ডিপিপি, একনেক, পরিকল্পনা ও অর্থ বিভাগের নির্দেশনা লংঘনপূর্বক প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রকল্পের চাকুরী হতে অব্যহতি না দিয়ে সমাপ্ত প্রকল্পের জনবলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য প্রকল্পে স্থানান্তরের মাধ্যমে তাদের বেতন ভাতা পরিশোধ;
- প্রকল্প সমাপ্তির পর উদ্বৃত্ত বা অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত উদ্বৃত্ত অর্থ হতে বিভিন্ন কাজের নামে ব্যয় করা;
- প্রকল্প সমাপ্তির পর ব্যাংক হিসাবে উদ্বৃত্ত বা অব্যয়িত টাকা সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে অন্য একটি সমাপ্ত প্রকল্পের অনুকূলে ধার হিসেবে প্রদান করা;
- ডিপিপি ও পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্টের সংস্থান বহির্ভূত আইটেম বা কাজ সম্পাদন এবং এর বিপরীতে বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে অর্থ ব্যয় করা;
- প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে মোবাইল ফোনের সংযোগকৃত সীম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন করা;
- প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে উর্ধ্বদরে মালামাল ক্রয়/সরবরাহের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন করা;
- প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখার কারণে অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করা;

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১.	১২ টি প্রকল্প হতে ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ব্যয় বা সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৩২৫,৬৫,৭৯,০৪৫.০০
২.	সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে সংস্থান ছাড়াই আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে গাড়ি ক্রয় বাবদ নাভানা লিমিটেডকে অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।	১,০০,৮৬,০০০.০০
৩.	সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে ডিপিপিতে সংস্থান ও বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এলজিইডি'র অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, বাসভবন নির্মাণ ও মেরামত কাজের বিপরীতে অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।	১৭,৭২,৬৮,২২৬.০০
৪.	ডিপিপি মোতাবেক সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে যানবাহন পরিচালন ব্যয়ের কোন সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে গাড়ি ব্যবহার দেখিয়ে বিভিন্ন যানবাহন বা গাড়ির জ্বালানী বাবদ অনিয়মিত ব্যয়।	১২,০৫,৪২,২৫৪.০০
৫.	ডিপিপি, একনেক, পরিকল্পনা ও অর্থ বিভাগের নির্দেশনা লংঘনপূর্বক প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রকল্পের চাকুরী হতে অব্যহতি না দিয়ে সমাপ্ত প্রকল্পের জনবলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩য় পর্যায়ে বা অন্য প্রকল্পে স্থানান্তরের মাধ্যমে তাদের বেতন ভাতা বাবদ অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ।	৪৯,০২,০৭,৯২৮.০০
৬.	প্রকল্প সমাপ্তির পর উদ্বৃত্ত বা অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে প্রকল্পের ব্যাংকে হিসাবে রক্ষিত উদ্বৃত্ত অর্থ হতে বিভিন্ন কাজের নামে অর্থ উত্তোলনের মাধ্যমে তা ব্যয় দেখিয়ে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।	৭,৮৬,১৭,০৬৩.০০
৭.	প্রকল্প সমাপ্তির পর ব্যাংক হিসাবে উদ্বৃত্ত বা অব্যয়িত টাকা সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে অন্য একটি সমাপ্ত প্রকল্পের অনুকূলে ধার হিসেবে প্রদানের নামে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।	৭৫,৮২,০১৬.০০
৮.	প্রকল্প সমাপ্তির দীর্ঘ ১০ মাস পর অন্য ২টি সমাপ্ত প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ লোন নিয়ে অসমন্বিত আপত্তির বিপরীতে ২,৯০,০০,০০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।	৮২,৩৩,০০০.০০
৯.	ডিপিপি ও পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্টে'র সংস্থান বহির্ভূত আইটেম বা কাজ এবং এর বিপরীতে বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	৬,৫১,৮৭,০৫১.০০
১০.	প্রকল্প সমাপ্তির পর উদ্বৃত্ত বা অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত উদ্বৃত্ত অর্থ হতে বিভিন্ন কাজের নামে টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে তা ব্যয় দেখিয়ে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।	১,৭৩,২৩,৩৬২.০০
১১.	আউটসোর্সিং সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত নির্দেশনা লংঘন করে এবং নির্ধারিত সেবা বহির্ভূত পদে নিয়োগ দানের জন্য যোগ্যতা, সংখ্যা এবং সেবামূল্য নির্ধারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই নিয়োগদান, সেবা গ্রহণ ও সেবামূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন।	৮,২৫,৭০,৮০০.০০
১২.	২টি প্রকল্পের অনুকূলে সার্ভিস চার্জ বা বাস্তবায়ন ব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত ও গৃহীত অর্থ হতে আর্থিক ক্ষমতা বর্হিভূতভাবে অন্য প্রকল্পের অনুকূলে ধার হিসেবে অর্থ প্রদান এবং তা দীর্ঘদিন যাবৎ অসমন্বিত।	১৩,০৬,৫৬,১২০.০০
১৩.	পুন: দরপত্র আহবান না করে সমঝোতার ভিত্তিতে ১ম আহবানকৃত দরপত্রেই ১৯.২০% উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন।	১,৯৩,১৬,৬৬০.০০
১৪.	জনবল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এলকেএসএস এর নিকট হতে বিলের গ্রস এমাউন্টের উপর কর্তনযোগ্য আয়কর কর্তন/আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫০,৮২,৩১৮.০০
১৫.	প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে মোবাইল ফোনের সংযোগকৃত সীম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন।	৪৫,১৭,২০২.০০

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
১৬.	ফায়ার পাম্প ও জকি পাম্প প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২০২.৯১% ও ৪৬.৫৯% উর্ধ্বদরে ক্রয়/সরবরাহের মাধ্যমে মাত্র ২টি আইটেমেই সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন।	৫৬,২৭,১৪০.০০
১৭.	ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত ও স্থাপনকৃত ৮টি লিফট, ডিজেল জেনারেটর, ফায়ার পাম্প, ওয়াটার পিউরিফিকেশন মেশিনসহ ১৩টি আইটেমের কাজের সমর্থনে চুক্তিতে বর্ণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহের সকল শিপিং ডকুমেন্টস এবং এর পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ গ্রহণযোগ্যতা সনদ ছাড়াই এর মূল্য বাবদ ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৭,৬৩,৪১,৬৯০.০০
১৮.	প্রকল্প বহির্ভূত কাজে গাড়ি ব্যবহারে আর্থিক ক্ষতি।	৭৫,৭৫,৪২৮.০০
১৯.	এলজিইডি-আরডিইসি ভবনের খালি স্পেস পিএমটিএ অফিস হিসেবে ব্যবহার করায় এর ভাড়া নির্ধারণ ও পরিশোধের অনুমোদনের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে ক্ষমতা অতিরিক্ত ১২,৯৯,০৫০ টাকা অনুমোদন এবং ভাড়া বাবদ মোট পরিশোধিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে এলজিইডি সদর দপ্তর ভবন রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে জমা/পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।	৩১,০৯,০৫০.০০
২০.	প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখার কারণে অর্জিত সুদ বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩৬,৭০,০৪৮.০০
২১.	২টি প্রকল্পের অনুকূলে গৃহীত সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে প্রকল্প বহির্ভূত এলজিইডি'র বিভিন্ন দপ্তরে পত্রিকা সরবরাহের নামে অনিয়মিতভাবে অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।	২০,৫০,৩৬০.০০
২২.	একই ক্যাম্পাসে পাশাপাশি ২টি ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের জন্য একই ঠিকাদারের সাথে ৬ মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে সম্পাদিত ২টি চুক্তি অনুযায়ী ৮ জনের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১০ স্টেপ বিশিষ্ট লিফট এর মূল্যের চেয়ে ৬ জনের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৮ স্টেপ বিশিষ্ট লিফটের মূল্য বাবদ অতিরিক্ত টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।	৭২,০০,০০০.০০
২৩.	এলজিইডি'র সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ১ (এক) দিনের বেতনের টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদানের জন্য পিএমটিএ'র সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে ধার হিসেবে প্রধান প্রকৌশলীকে প্রদান করা হলেও তা অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে আদায়পূর্বক সমন্বয় করা হয়নি।	৪০,০০,০০০.০০
২৪.	আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ২টি প্রকল্পের অনুকূলে সার্ভিস চার্জ বাবদ বরাদ্দকৃত ও গৃহীত অর্থ হতে এলকেএসএস এর মালিকানাধীন সাবস্টেশন নির্মাণ কাজের অনুকূলে ধার প্রদান এবং তা ফেরত না পাওয়ায় আর্থিক ক্ষতি।	২৫,৮৭,৮৩১.০০
২৫.	প্রকল্পের বিপরীতে ব্যবহৃত গাড়িসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষাঙ্গিক মালামাল সরবরাহ কাজের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে প্রযোজ্য হারে মূসক কর্তন/আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় দন্ডসুদসহ সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন।	১৯,৪৪,৬৩৩.০০
২৬.	দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটি, বিভিন্ন পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদেরকে সম্মানী এবং প্রকল্পের বিপরীতে ব্যবহৃত গাড়িসমূহ মেরামত ও আনুষাংগিক মালামাল সরবরাহ বাবদ পরিশোধিত অর্থের উপর প্রযোজ্য হারে উৎসে আয়কর কর্তন/আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় দন্ডসুদসহ সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১০,৯৯,৩৯২.০০
২৭.	কনসালটেন্টদের চুক্তি মূল্যের উপর মূসক নির্ধারণ না করে নীট পারিশ্রমিক মূল্যের উপর মূসক নির্ধারণ ও কর্তন করায় আদায়যোগ্য মূসক ও দন্ডসুদ বাবদ আর্থিক ক্ষতিসাধন।	১৭,২১,৯২৭.০০
	মোট=	৪৫৯,০৬,৯৬,৫৪৪.০০
	কথায়: চারশত উনষাট কোটি ছয় লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশত চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র।	

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং	:	**০১**
শিরোনাম	:	১২ টি প্রকল্প হতে ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ব্যয় বা সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩২৫,৬৫,৭৯,০৪৫ (তিনশত পঁচিশ কোটি পয়ষট্টি লক্ষ উনআশি হাজার পয়তাল্লিশ) টাকা।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১২ টি প্রকল্পের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষায় ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ব্যয় বা সার্ভিস চার্জ বা প্রফেশনাল ফি বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত ৩২৫,৬৫,৭৯,০৪৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি [পরিশিষ্ট ১, ১(ক), ১(খ), ১(গ), ১(ঘ)]। বিগত ২০-০৭-১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক এর সভায় গৃহীত শর্তযুক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত (অংশবিশেষে) প্রকল্পসমূহ হতে উক্ত প্রফেশনাল ফি বা ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ব্যয় বা সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে অর্থ গ্রহণ ও তা ব্যয় করে আসছে। কিন্তু প্রফেশনাল ফি এর বিষয়ে এলজিইডি এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MOU) বা পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্ট, ট্রেজারী রুলস এর বিধি-৭(১) এর পরিপন্থী। উক্ত বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে "এই পরিচ্ছেদে অত:পর বিবৃত বিধান ব্যতিত সরকারের রাজস্ব বাবদ অথবা সরকারের জিম্মায় জমা রাখার জন্য সরকারী কর্মচারীগণের দ্বারা গৃহীত অথবা তাহাদের নিকট জমাকৃত সমুদয় অর্থ অনতিবিলম্বে ব্যাংকে জমা করিতে হইবে। উপরোক্ত অর্থ বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না কিংবা হিসাবের বাহিরে অন্য কোন ভাবে রাখা যাইবে না। সরকারের কোন বিভাগ সরকারের রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারের হিসাবের বাহিরে রাখিতে পারিবে না"। কিন্তু স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক সার্ভিস চার্জ বাবদ ৩২৫,৬৫,৭৯,০৪৫ টাকা সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করে অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন খাতে ৩০৩,২৪,০৮,৯৭৭ টাকা ব্যয় করা হয় এবং ২২,৪১,৭০,০৬৮ টাকা অব্যয়িত রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নম্বর ৫৭৪, তারিখ: ১৬-০৮-২০১৫ খ্রিঃ এর সংযোজনীর নোট (২) মোতাবেক কোন সমঝোতা স্মারকের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের বিবেচনা বা অনুমোদন প্রয়োজন। অথচ আলোচ্য সমঝোতা স্মারক বা পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্ট এর জন্য অর্থ বিভাগের কোন অনুমোদন নেয়া হয়নি। তাছাড়া একই বিষয়ের উপর গত ২৯-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৮১তম বৈঠকে আলোচনা হয়। আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত শর্তসমূহ পরিপালন করা হয়নি।
অনিয়মের কারণ	:	সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইনের ২০০৯ এর ৭(১) ধারা, ট্রেজারী রুল ভলিউম-১ এর বিধি-৭ (১), অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নম্বর ৫৭৪, তারিখ: ১৬-০৮-২০১৫ খ্রিঃ এর সংযোজনীর নোট-(২) ও স্মারক নম্বর-অম/অবি/বাউ-১/বিবিধ-(১১)/২০০২/৪৭, তারিখ: ২৭/০১/২০০২ খ্রিঃ, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের আদেশ নং-৪৬.০৬৮.০০৯.০০. ০০.০০৮.২০১১-৭৩৬, তারিখ: ০৯-০৮-২০১১ খ্রিঃ, বিগত ২০-০৮-১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভার সিদ্ধান্ত এবং গত ২৯-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৮১ তম বৈঠকের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	ডিপিপি, এমওইউ এবং পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ হতে সার্ভিস চার্জ বাবদ অর্থ গ্রহণ ও তা ব্যয় করা হয়।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, উল্লিখিত বিধি-বিধান ও নির্দেশনা মোতাবেক সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি এবং বর্ণিত বিধি-বিধান ও নির্দেশনা লংঘন করে গৃহীত অর্থ অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**০২**
শিরোনাম	:	সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে সংস্থান ছাড়াই আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে গাড়ি ক্রয় বাবদ নাভানা লিমিটেডকে ১,০০,৮৬,০০০ (এক কোটি ছিয়াশি হাজার) টাকা পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় প্রক্সি মিনস টেস্টিং এডমিনিস্ট্রেশন (পিএমটিএ), রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প রস্ক-২ এর ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৩-১৪ হতে ২০১৯-২০২০ খ্রি: পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বই, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত নথিপত্রাদি, ডিপিপি এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে এলজিইডি'র পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত অর্থ হতে ডিপিপি ও পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্টে কোন সংস্থান ছাড়াই আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে গাড়ি ক্রয় বাবদ নাভানা লিমিটেডকে ১,০০,৮৬,০০০ টাকা পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। ট্রেজারী রুলস এর বিধি ৭(১)-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "এই পরিচ্ছেদে অত:পর বিবৃত বিধান ব্যতিত সরকারের রাজস্ব বাবদ অথবা সরকারের জিম্মায় জমা রাখার জন্য সরকারী কর্মচারীগণের দ্বারা গৃহীত অথবা তাহাদের নিকট জমাকৃত সমুদয় অর্থ অনতিবিলম্বে ব্যাংকে জমা করিতে হইবে। উপরোক্ত অর্থ বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না কিংবা হিসাবের বাহিরে অন্য কোন ভাবে রাখা যাইবে না। সরকারের কোন বিভাগ সরকারের রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারের হিসাবের বাহিরে রাখিতে পারিবে না"। উক্ত প্রকল্পসমূহের ডিপিপি ও পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্টে এলজিইডি'র জন্য কোন গাড়ি ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়নি। অথচ পিএমটিএ এবং রস্ক-২ এর সার্ভিস চার্জের ব্যাংক হিসাব হতে 4WD Cross Country গাড়ি ক্রয় বাবদ নাভানা লিমিটেডকে (৫০,৮৬,০০০+৫০,০০,০০০)=১,০০,৮৬,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত গাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত মূল নথি সরবরাহের জন্য বারংবার চাহিদা দেয়া সত্ত্বেও তা পাওয়া যায়নি। এমনকি গাড়িটি কোথায় ব্যবহার হচ্ছে বা কার অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সে তথ্যও পাওয়া যায়নি [(পরিশিষ্ট ২(১), পরিশিষ্ট ২(২)]।
অনিয়মের কারণ	:	অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নম্বর-৫৭৪ ও ৫৭৫, তারিখ: ১৬-০৮-২০১৫ খ্রি: এর সংযোজনীর ক্রমিক নম্বর ১২ ও ১৩ এর শর্তসমূহ এবং ট্রেজারী রুলস ৭(১) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	(১) সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় প্রক্সি মিনস টেস্টিং এডমিনিস্ট্রেশন (পিএমটিএ) প্রকল্পের জবাব: এ সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে। (২) রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন রস্ক-২ প্রকল্পের জবাব: নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ ডিপিপি ও পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্টে কোন সংস্থান ছাড়াই আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে গাড়ি ক্রয়ের নামে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রি: তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	আপত্তি অনুযায়ী ক্ষতিসাধনকৃত সমুদয় অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অতিসত্ত্বর আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**০৩**
শিরোনাম	:	সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে ডিপিপিতে সংস্থান ও বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এলজিইডি'র অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, বাসভবন নির্মাণ ও মেরামত কাজের বিপরীতে ১৭,৭২,৬৮,২২৬ (সতের কোটি বাহাত্তর লক্ষ আটষট্টি হাজার দুইশত ছাব্বিশ) টাকা পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ০৫টি প্রকল্প এর ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৯-২০২০ খ্রি: পর্যন্ত সময়ের প্রকল্পের ডিপিপি ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্ভিস চার্জ হিসেবে গৃহীত অর্থ হতে ডিপিপি'র সংস্থান ও বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এলজিইডি'র অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, বাসভবন নির্মাণ ও মেরামত কাজের বিপরীতে ১৭,৭২,৬৮,২২৬ টাকা পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ৩)। ট্রেজারী রুলস এর বিধি ৭(১)-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "এই পরিচ্ছেদে অত:পর বিবৃত বিধান ব্যতিত সরকারের রাজস্ব বাবদ অথবা সরকারের জিম্মায় জমা রাখার জন্য সরকারী কর্মচারীগণের দ্বারা গৃহীত অথবা তাহাদের নিকট জমাকৃত সমুদয় অর্থ অনতিবিলম্বে ব্যাংকে জমা করিতে হইবে। উপরোক্ত অর্থ বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না কিংবা হিসাবের বাহিরে অন্য কোন ভাবে রাখা যাইবে না। সরকারের কোন বিভাগ সরকারের রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারের হিসাবের বাহিরে রাখিতে পারিবে না"। উক্ত ০৫টি প্রকল্পের ডিপিপি এবং MOU অনুযায়ী গৃহীত সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে এলজিইডি'র অবকাঠামো নির্মাণের কোন সংস্থান নাই এবং এর জন্য কোন বাজেট বরাদ্দও নেই। অথচ গৃহীত সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে ঢাকা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের মূল ভবনের ৭ম-১০ম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং চট্টগ্রাম জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি'র পুরাতন অফিস ভবনকে আবাসিক ভবনে রূপান্তর, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর বাসভবন নির্মাণ ও মেরামত কাজের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর নামে খোলা ব্যাংক হিসাবে মোট ৪,৬৭,৫৮,০০০ টাকা স্থানান্তর বা পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে [পরিশিষ্ট ৩ (১)] এবং এলজিইডি'র ঢাকা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ক্যাম্পাসে অফিসার্স ও স্টাফ কোয়াটারের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং এলজিইডি গোপালগঞ্জ ক্যাম্পাসে রেস্ট হাউজ নির্মাণ কাজের বিপরীতে নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা জেলা ও গোপালগঞ্জ জেলার নামে খোলা ব্যাংক হিসেবে ১৩,০৫,১০,২২৬ টাকা স্থানান্তর ও পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে [পরিশিষ্ট ৩ (২)]।
অনিয়মের কারণ	:	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্পিত আর্থিক ক্ষমতা পুন:নির্ধারণ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৯৯৩, তারিখ: ০৪-০৫-২০০৮ খ্রি: এর ৪ নম্বর শর্ত এবং ট্রেজারী রুলস ৭(১) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	(১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন পিইডিপি-৩, এনবিআইডিজিপিএস-১, বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, জিপিএসআরআরপি প্রকল্পের জবাব: ইতিপূর্বে উত্থাপিত অনুরূপ আপত্তির বিষয়ে পিএ কমিটিতে আলোচনা হয়েছে। পূর্বে উত্থাপিত আপত্তিতে বর্ণিত কাজের অবশিষ্ট অংশ বা কাজ বাস্তবায়নের জন্য আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। পিএ কমিটি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক জবাব প্রদান করা হবে। (২) সেকায়েপ প্রকল্পের জবাব: এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থার সংকট থাকায় এবং গোপালগঞ্জ জেলায় বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শনকালে এলজিইডিসহ অন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাময়িক অবস্থানের জন্য রেস্ট হাউজ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও অনুমোদনক্রমে নির্মাণ ব্যয় ঢাকা নির্বাহী প্রকৌশলী এবং গোপালগঞ্জ নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে ব্যয় করা হয়েছে। এই অবকাঠামো নির্মাণের ফলে সরকারের স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাসাভাড়া হিসেবে সরকারের রাজস্ব আয় হচ্ছে। সুতরাং এখানে সরকারি অর্থের ক্ষতির পরিবর্তে সরকারের আয়বর্ধন হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে ডিপিপিতে সংস্থান ও বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই আপত্তিতে উল্লিখিত কাজের অনুমোদন এবং সার্ভিস চার্জ বাবদ গৃহীত অর্থ হতে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। তাছাড়া গোপালগঞ্জ রেস্ট হাউজের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় তা ২০১৪ সাল হতে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাই জবাব অনুযায়ী রেস্ট হাউজ হতে রাজস্ব আয়ের পরিবর্তে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য একই বিষয়ের উপর ফাপাড কর্তৃক ২০০৪-২০১৩ সনের নিরীক্ষায় অনুরূপ আপত্তি ইস্যু করা হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	আপত্তি মোতাবেক ক্ষতিসাধনকৃত অর্থের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**০৪**
শিরোনাম	:	ডিপিপি মোতাবেক সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে যানবাহন পরিচালন ব্যয়ের কোন সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে গাড়ি ব্যবহার দেখিয়ে বিভিন্ন যানবাহন বা গাড়ির জ্বালানী বাবদ ১২,০৫,৪২,২৫৪ (বার কোটি পাঁচ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার দুইশত চুয়ান্ন) টাকা অনিয়মিত ব্যয়।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীনে ৪টি প্রকল্পের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের ক্যাশবহি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিভিন্ন যানবাহনের জ্বালানী ব্যয়ের বিল-ভাউচার, ডিপিপি ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিপিপিতে সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে যানবাহন পরিচালন ব্যয়ের কোন সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয়ভাবে গাড়ি ব্যবহার দেখিয়ে বিভিন্ন যানবাহন বা গাড়ির জ্বালানী বাবদ ১২,০৫,৪২,২৫৪ টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে। ট্রেজারী রুলস এর বিধি ৭(১) -এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "এই পরিচ্ছেদে অত:পর বিবৃত বিধান ব্যতিত সরকারের রাজস্ব বাবদ অথবা সরকারের জিম্মায় জমা রাখার জন্য সরকারী কর্মচারীগণের দ্বারা গৃহীত অথবা তাহাদের নিকট জমাকৃত সমুদয় অর্থ অনতিবিলম্বে ব্যাংকে জমা করিতে হইবে। উপরোক্ত অর্থ বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না কিংবা হিসাবের বাহিরে অন্য কোন ভাবে রাখা যাইবে না। সরকারের কোন বিভাগ সরকারের রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারের হিসাবের বাহিরে রাখিতে পারিবে না"। পরিশিষ্টে বর্ণিত ৪টি প্রকল্পের বিপরীতে সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ হতে বিভিন্ন সময়ে এলজিইডি সদর দপ্তরের ও সদর দপ্তরের বাইরের গাড়ি বা যানবাহন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত গাড়িসমূহের জ্বালানী বাবদ মোট ১২,০৫,৪২,২৫৪ টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে। যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পসমূহের ডিপিপিতে এতদ্‌সংক্রান্ত যানবাহনের জ্বালানী ব্যয়ের কোন সংস্থান নেই। এমনকি প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও এলজিইডি কর্তৃক স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকেও বর্ণিত যানবাহনের জ্বালানী ব্যয়ের কোন সংস্থান রাখা হয়নি। অর্থাৎ বর্ণিত যানবাহনসমূহ বিধি বহির্ভূতভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার দেখিয়ে জ্বালানী ব্যয়ের নামে ১২,০৫,৪২,২৫৪ টাকা সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ৪)।
অনিয়মের কারণ	:	অর্থ বিভাগের পরিপত্র নম্বর ৫৭৪ ও ৫৭৫, তারিখ: ১৬-০৮-২০১৫ খ্রিঃ এর ক্রমিক নং ৩৮ (খ) (গ) এবং ক্রমিক নং ৬ এর শর্তসমূহ এবং ট্রেজারী রুলস ৭(১) এর নিদের্শনা লঙ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	পিইডিপি-৩, ১৫০০ বিদ্যালয় নির্মাণ, জিপিএসআরআরপি ও আইডিবি প্রকল্পের ডিপিপিতে গাড়ির জ্বালানী ব্যয়ের কোন সংস্থান না থাকলেও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত অন্যান্য প্রকল্পের ডিপিপিতে জ্বালানী ব্যয়ের সংস্থান রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা এর শর্ত লঙ্ঘন করে ডিপিপি'র সংস্থান বহির্ভূত কাজের নামে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই অপ্রয়োজনীয়ভাবে গাড়ি ব্যবহারের নামে ১২,০৫,৪২,২৫৪ টাকা অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	আপত্তি অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয়ভাবে গাড়ি ব্যবহারের নামে অনিয়মিত অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**০৫**
শিরোনাম	:	ডিপিপি, একনেক, পরিকল্পনা ও অর্থ বিভাগের নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রকল্পের চাকুরী হতে অব্যাহতি না দিয়ে সমাপ্ত প্রকল্পের জনবলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩য় পর্যায়ে বা অন্য প্রকল্পে স্থানান্তরের মাধ্যমে তাদের বেতন ভাতা বাবদ ৪৯,০২,০৭,৯২৮ (উনপঞ্চাশ কোটি দুই লক্ষ সাত হাজার নয়শত আটাশ) টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন পিইডিপি-৩ প্রকল্পের অনুকূলে নিয়োজিত/কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের বেতন ভাতা সংক্রান্ত বিল ভাউচার এবং প্রকল্পে যোগদান বা আগমন সংক্রান্ত রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ডিপিপি, একনেক, পরিকল্পনা ও অর্থ বিভাগের নির্দেশনা লঙ্ঘনপূর্বক প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রকল্পের চাকুরী হতে অব্যাহতি না দিয়ে সমাপ্ত প্রকল্পের জনবলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩য় পর্যায়ে বা অন্য প্রকল্পে স্থানান্তরের মাধ্যমে তাদের বেতন ভাতা বাবদ ৪৯,০২,০৭,৯২৮ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। ডিপিপি/আরডিপিপি এর অনুচ্ছেদ-৯.০৩ ও একনেক অধিশাখার ২১/০৯/১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখের ২৯৩ নম্বর স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৯ মোতাবেক গৃহীত সার্ভিস চার্জের অর্থ অস্থায়ী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতাসহ নির্দিষ্ট ০৮টি খাতে মোট ব্যয়ের শতকরা হারে বিভাজন অনুযায়ী ব্যয় করতে পারবে এবং সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে বেতন ভাতা খাতে ১৩% অর্থ ব্যয় করতে পারবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ এবং অর্থ বিভাগ এর পরিপত্র নম্বর-২২৯, তারিখ: ১০/০৬/১৯৯৯ খ্রিঃ এবং পরিপত্র নম্বর-৩২৪, তারিখ: ০৯/০৯/২০০১ খ্রিঃ মোতাবেক ১ম পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পের লোকবলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২য় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পে স্থানান্তর করা যাবে না। প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রকল্পের চাকুরী হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পরদিন থেকে প্রকল্পের জনবলে কর্মরত নেই বলে গণ্য হবে। প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাদে শুধুমাত্র পিইডিপি-৩ প্রকল্পে স্থানান্তরিত জনবল/কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ মোট ব্যয়িত ৪৯,০২,০৭,৯২৮ টাকা। প্রকল্পের ০৮ টি খাতে মোট ব্যয় ১০৩,২৯,৮৯,৭৭৮ টাকা। অর্থাৎ প্রেষণে নিয়োজিতদের বেতন ভাতা ছাড়াই এখাতে ৪৭.৪৬% অর্থ অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে। প্রেষণে নিয়োজিতদেরসহ এখাতে ব্যয় ৬৯,৫৪,৫৭,৭৭২ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৬৭.৩২%। এলজিইডি সদর দপ্তর এবং ০৩টি অঞ্চলের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এরূপ স্থানান্তরিত বা অনিয়মিতভাবে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা মোট ৩৮৭ জন। অবশিষ্ট ১৭টি অঞ্চলে একইভাবে নিয়োজিত জনবলের তথ্য পাওয়া যায়নি [পরিশিষ্ট ৫ ও ৫(১)]।
অনিয়মের কারণ	:	ডিপিপি/আরডিপিপি এর অনুচ্ছেদ-৯.০৩ ও একনেক অধিশাখার ২১/০৯/১৯৯৮ খ্রিঃ তারিখের ২৯৩ নম্বর স্মারকের অনুচ্ছেদ-২৯; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ এবং অর্থ বিভাগ এর পরিপত্র নম্বর-২২৯, তারিখ: ১০/০৬/১৯৯৯ খ্রিঃ এবং পরিপত্র নম্বর-৩২৪, তারিখ: ০৯/০৯/২০০১ খ্রিঃ এর নির্দেশনাসমূহ লঙ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	ইতিপূর্বে উত্থাপিত অনুরূপ আপত্তির বিষয়ে পিএ কমিটিতে আলোচনা হয়েছে। পিএ কমিটি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ একনেক, পরিকল্পনা ও অর্থ বিভাগের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে এবং ডিপিপি'র সংস্থান বহির্ভূত প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের লোকবলকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩য় পর্যায়ে স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রকল্পের লোকবল হিসেবে অনিয়মিতভাবে তাদের বেতন ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে। অপরদিকে ইতিপূর্বে একই বিষয়ের উপর ২০০৪-২০১৩ সনের নিরীক্ষায় অনুরূপ আপত্তি ইস্যু করা হলেও অনিয়মিতভাবে স্থানান্তরিত বা নিয়োজিত কর্মচারীদের বিষয়ে উল্লিখিত বিধি বা নির্দেশনা মোতাবেক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	অনিয়মিতভাবে জনবল নিয়োগ ও তাদের বেতন-ভাতা বাবদ পরিশোধিত অর্থের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**০৬**
শিরোনাম	:	প্রকল্প সমাপ্তির পর উদ্বৃত্ত বা অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত অর্থ হতে বিভিন্ন কাজের নামে ৭,৮৬,১৭,০৬৩ (সাত কোটি ছিয়াশি লক্ষ সতের হাজার তেষট্টি) টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ব্যয় দেখিয়ে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন পিইডিপি-৩, বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথ মিক বিদ্যালয় নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প, আইডিবি এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুন:নির্মাণ ও সংস্কার শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৯-২০২০ খ্রি: পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বই, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, সংশ্লিষ্ট বিল ভাউচার এবং ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,সার্ভিস চার্জ হিসেবে গৃহীত অর্থ প্রকল্প সমাপ্তির পর উদ্বৃত্ত বা অব্যয়িত থাকায় তা সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব হতে বিভিন্ন কাজের নামে ৭,৮৬,১৭,০৬৩ টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। বর্ণিত ০৪টি প্রকল্পের মধ্যে ০৩টি সমাপ্তির তারিখ ৩০-০৬-২০১৮ খ্রি: এবং ০১টির সমাপ্তির তারিখ ৩০-০৬-২০১৬ খ্রি:। প্রকল্প সমাপ্তির পর ব্যাংক হিসাবে উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক। প্রকল্প সমাপ্তির পর সমাপ্তির তারিখ দিয়ে চেক বা এডভাইস ইস্যু করা হয়েছে কিন্তু এর মধ্যে যে সকল চেক বা এডভাইস নগদায়ন বা স্থানান্তরের তারিখ ১৫ জুলাই বা তৎপরবর্তী সময়, সে সকল চেক বা এডভাইসসমূহ বাতিলযোগ্য। কারণ অর্থ বছর শেষে বা প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রকল্পের রিকনসাইল প্রতিবেদন ১৫ জুলাই তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা আবশ্যক। ব্যাংক স্টেটমেন্ট মোতাবেক ১৫ জুলাই বা তার পরবর্তী সময়ে দীর্ঘ দিন যাবৎ চেক নগদায়ন বা এডভাইসের বিপরীতে অর্থ স্থানান্তর হয়েছে, যা প্রকল্প সমাপ্তির পর এরূপ লেনদেন এর মাধ্যমে অর্থ ব্যয় দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রকল্প সমাপ্তির পর অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে বিভিন্ন কাজের নামে চেক বা এডভাইস ইস্যুর মাধ্যমে ৭,৮৬,১৭,০৬৩ টাকা উত্তোলনপূর্বক সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে, যা ট্রেজারী রুলস এর বিধি ৭(১) এর পরিপন্থী। উক্ত বিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "এই পরিচ্ছেদে অত:পর বিবৃত বিধান ব্যতিত সরকারের রাজস্ব বাবদ অথবা সরকারের জিম্মায় জমা রাখার জন্য সরকারি কর্মচারীগণের দ্বারা গৃহীত অথবা তাহাদের নিকট জমাকৃত সমুদয় অর্থ অনতিবিলম্বে ব্যাংকে জমা করিতে হইবে। উপরোক্ত অর্থ বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না কিংবা হিসাবের বাহিরে অন্য কোন ভাবে রাখা যাইবে না। সরকারের কোন বিভাগ সরকারের রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারের হিসাবের বাহিরে রাখিতে পারিবে না" (পরিশিষ্ট ৬)।
অনিয়মের কারণ	:	অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৫৮২, তারিখ: ০৮-০৪-২০০২ খ্রি:, অফিস স্মারক নং ৮৪৬ তারিখ: ২৯-১২-২০০৪ খ্রি: এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা এর ক্রমিক নম্বর-১৪ ও ১৬ এর শর্তসমূহ এবং ট্রেজারী রুলস ৭(১) এর নিদের্শনা লঙ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ বা তার পূর্বে ইস্যুকৃত চেক নগদায়ন হতে বিলম্ব হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প সমাপ্তির পর কোন অর্থ ব্যয় করা হয়নি।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। অর্থ বছর শেষে যে সকল চেক ইস্যু করা হয় তার মেয়াদ জুলাই মাসের ১০ বা ১২ তারিখের বেশি হওয়ার কোন সুযোগ নেই। প্রকল্পসমূহ ৩০শে জুন সমাপ্ত হওয়ায় সমাপ্তির তারিখ দিয়ে ইস্যুকৃত চেক নগদায়ন হয়েছে আগস্ট হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে। ০১/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রি: তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ অতি সত্বর সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**০৭**
শিরোনাম	:	প্রকল্প সমাপ্তির পর ব্যাংক হিসেবে উদ্বৃত্ত বা অব্যয়িত ৭৫,৮২,০১৬ (পঁচাত্তর লক্ষ রিবাশি হাজার ষোল) টাকা সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে অন্য একটি সমাপ্ত প্রকল্পের অনুকূলে ধার হিসেবে প্রদানের নামে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উপজেলা সার্ভার স্টেশন (এলজিইডি অংশ) নির্মাণ প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের ক্যাশ বই, ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট, অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয়ের বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কষ্ট হিসেবে গৃহীত অর্থ প্রকল্প সমাপ্তির পর অব্যয়িত বা উদ্বৃত্ত ৭৫,৮২,০১৬ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করার জন্য অর্থ বিভাগের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা কোষাগারে জমা না করে অন্য একটি সমাপ্ত প্রকল্পের অনুকূলে ধার হিসেবে প্রদানের নামে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। ট্রেজারী রুলস এর বিধি ৭(১) -এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "এই পরিচ্ছেদে অত:পর বিবৃত বিধান ব্যতিত সরকারের রাজস্ব বাবদ অথবা সরকারের জিম্মায় জমা রাখার জন্য সরকারী কর্মচারীগণের দ্বারা গৃহীত অথবা তাহাদের নিকট জমাকৃত সমুদয় অর্থ অনতিবিলম্বে ব্যাংকে জমা করিতে হইবে। উপরোক্ত অর্থ বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না কিংবা হিসাবের বাহিরে অন্য কোন ভাবে রাখা যাইবে না। সরকারের কোন বিভাগ সরকারের রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারের হিসাবের বাহিরে রাখিতে পারিবে না"। বর্ণিত প্রকল্পটি ৩০/০৬/২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব বন্ধ করা হয় ১৫/০৭/২০১৮ তারিখে। ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট মোতাবেক উক্ত ১৫/০৭/২০১৮ তারিখে ব্যাংক হিসেবে উদ্বৃত্ত ৭৫,৮২,০১৬ টাকার মধ্যে ৭৫,৮০,০০০ টাকা একই তারিখে অন্য একটি সমাপ্ত প্রকল্প পিএমটিএ এর অনুকূলে ধার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। অথচ পিএমটিএ প্রকল্পটি ৩১/১২/২০১৭ খ্রি: তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ ৩১/১২/২০১৭ খ্রি: তারিখে সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যাংক হিসেবে ১৫/০৭/২০১৮ খ্রি: তারিখে উক্ত অব্যয়িত ৭৫,৮০,০০০ টাকা পিএমটিএ এর অনুকূলে ধার হিসেবে প্রদান করে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ৭)।
অনিয়মের কারণ	:	অর্থ বিভাগ এর স্মারক নং-অম/অবি/উ:-১/বিবিধ-৪৬/৯৫/৫৮২ তারিখ: ০৮/০৪/২০০২ খ্রি: ও নম্বর-অম/অবি/উঃবাঃ-১/বিবিধ-৪৬/২০০০/৮৪৬ তারিখ: ২৯/১২/২০০৪ খ্রি: এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নম্বর ৫৭৪ ও ৫৭৫, তারিখ: ১৬/০৮/২০১৫ খ্রি: এর শর্তসমূহ এবং ট্রেজারী রুলস ৭(১) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	ব্যাংক হিসেবে উদ্বৃত্ত বা অব্যয়িত ৭৫,৮২,০১৬ টাকার মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি এর নির্দেশনা মোতাবেক পিএমটিএ-কে ৭৫,৮০,০০০ টাকা ধার প্রদান করা হয় এবং ব্যাংক হিসাব স্থায়ীভাবে বন্ধ করার জন্য ২,০১৬ টাকা ব্যয় করা হয়। উপজেলা সার্ভার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প ও পিএমটিএ উভয় প্রকল্পের হিসাব প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি একটি হিসাবের অব্যয়িত অর্থ অন্য একটি হিসেবে ধার হিসেবে প্রদান করেছেন; এক্ষেত্রে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়নি।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত পরিপত্র অনুযায়ী একটি সমাপ্ত প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ অন্য একটি সমাপ্ত প্রকল্পের অনুকূলে ধার হিসেবে প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডিকে কোন আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়নি। ০১/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রি: তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষা সুপারিশ	:	আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**০৮**
শিরোনাম	:	প্রকল্প সমাপ্তির দীর্ঘ ১০ মাস পর অন্য ২টি সমাপ্ত প্রকল্পের অব্যয়িত ৮২,৩৩,০০০ টাকা লোন নিয়ে অসমন্বিত আপত্তির বিপরীতে ২,৯০,০০,০০০ (দুই কোটি নব্বই লক্ষ) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় পিএমটি এডমিনিস্ট্রেশন এর সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট এর ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসর পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বই, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, লোন গ্রহণ,প্রদান ও পরিশোধ সংক্রান্ত নথি এবং ইতোপূর্বে উত্থাপিত অডিট আপত্তি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্প সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে তা বিভিন্ন কাজের নামে ব্যয় দেখিয়ে প্রকল্প সমাপ্তির দীর্ঘ ১০ মাস পর অন্য ২টি সমাপ্ত প্রকল্পের অব্যয়িত ৮২,৩৩,০০০ টাকা লোন নিয়ে ফাপাড কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির বিপরীতে ২,৯০,০০,০০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়। ট্রেজারী রুলস এর বিধি ৭(১) -এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, “এই পরিচ্ছেদে অত:পর বিবৃত বিধান ব্যতিত সরকারের রাজস্ব বাবদ অথবা সরকারের জিম্মায় জমা রাখার জন্য সরকারী কর্মচারীগণের দ্বারা গৃহীত অথবা তাহাদের নিকট জমাকৃত সমুদয় অর্থ অনতিবিলম্বে ব্যাংকে জমা করিতে হইবে। উপরোক্ত অর্থ বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না কিংবা হিসাবের বাহিরে অন্য কোনো ভাবে রাখা যাইবে না। সরকারের কোন বিভাগ সরকারের রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারের হিসাবের বাহিরে রাখিতে পারিবে না”। পিএমটি এডমিনিষ্ট্রেশন হতে রস্ক-২ (এমআইএস সেল), পিডিপি-৩ ও এলজিইডি সদর দপ্তরকে ধার হিসেবে প্রদত্ত ২,৯০,০০,০০০ টাকা অসমান্বিত থাকায় তা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য ফাপাড কর্তৃক ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের নিরীক্ষায় অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়। উক্ত ধার হিসেবে প্রদত্ত অর্থ ফেরৎ পাওয়া বা সমন্বয় হলেও প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পরও অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে বিভিন্ন কাজের নামে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ফলে প্রদত্ত ধারের অর্থ ফেরৎ পাওয়া গেলেও আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার মত সমপরিমান অর্থ না থাকায় অন্য ২টি সমাপ্ত প্রকল্প যেমন (ক) উপজেলা সার্ভার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প হতে ৭৯,৪৬,০০০ টাকা এবং (খ) PLCHD-2 হতে ২৮,৭০০ টাকা মোট ৮২,৩৩,০০০ টাকা লোন নিয়ে অসমন্বিত আপত্তির বিপরীতে ২,৯০,০০,০০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়। উল্লেখ্য পিএমটিএ প্রকল্প ও সার্ভার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ যথাক্রমে ৩১/১২/২০১৭ খ্রি: এবং ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি: অর্থাৎ ১টি সমাপ্ত প্রকল্পের দায়ভার অন্য ২টি সমাপ্ত প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ হতে মিটানো হয়েছে। যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থিমূলক কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে [পরিশিষ্ট ৮]।
অনিয়মের কারণ	:	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অফিস স্মারক নং-৮৩৮, তারিখ-২২/১২/২০০৪ খ্রি: পরিপত্র নম্বর-৫৭৪ ও ৫৭৫, তারিখ-১৬/০৮/২০১৫ খ্রি: নম্বর-৫৮২, তারিখ-০৮/০৪/২০০২ খ্রি: ও নম্বর-৮৪৬ তারিখ-২৯/১২/২০০৪ খ্রি: এর শর্তসমূহ এবং ট্রেজারী রুলস ৭(১) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	আপত্তিতে উল্লিখিত ৮২,৩৩,০০০ টাকাসহ পিএমটিএ'র হিসাবের অব্যয়িত মোট ১৬,৫১,১৭,০০০ টাকা সেকায়েপ এ ফেরত ও সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে এবং অর্থ জমা করার প্রমাণকসমূহ অডিট টিম এর নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। সেকায়েপ প্রকল্পটি ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্তির পর অব্যয়িত অর্থের মধ্য হতে ১৩,৬১,১৭,০০০ টাকা সেকায়েপ প্রকল্পে ফেরত প্রদান করা হয়। কিন্তু ধারে প্রদত্ত মোট ২,৯০,০০,০০০ টাকা ফেরত না পাওয়ায় বা অসমন্বিত থাকায় উত্থাপিত অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে ধারে প্রদত্ত অর্থ ফেরত পাওয়া গেলেও আপত্তিতে বর্ণিত সমপরিমাণ অর্থ তখন না থাকায় অন্য ২টি সমাপ্ত প্রকল্প হতে ৮২,৩৩,০০০ টাকা লোন নিয়ে অসমন্বিত আপত্তির বিপরীতে ২,৯০,০০,০০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তি মোতাবেক ধারে গৃহীত ৮২,৩৩,০০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং : ০৯

শিরোনাম : ডিপিপি ও পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্টে'র সংস্থান বহির্ভূত আইটেম বা কাজ এবং এর বিপরীতে বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে অনিয়মিতভাবে ৬,৫১,৮৭,০৫১ (ছয় কোটি একান্ন লক্ষ সাতাশি হাজার একান্ন) টাকা ব্যয়।

বিবরণ : স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬টি প্রকল্প, রস্ক-২ এমআইএস সেল এবং সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় পিএমটি এডমিনিস্ট্রেশন এর ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৯-২০২০ খ্রি: পর্যন্ত সময়ের নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত অর্থ হতে ডিপিপি ও পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্টে'র সংস্থান বহির্ভূত আইটেম বা কাজ এবং এর বিপরীতে বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই আর্থিক ক্ষমতা লংঘন করে অনিয়মিতভাবে ৬,৫১,৮৭,০৫১ টাকা ব্যয় করা হয়েছে [পরিশিষ্ট ৯]।

পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬টি প্রকল্প, রস্ক-২ প্রকল্প এবং পিএমটিএ (সেকায়েপ) প্রকল্পের ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে এলজিইডি'র স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MOU) পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্ট ও বাজেট বহির্ভূত কাজ, আইটেম, সেবা ও সরবরাহ, ভিন্ন প্রকল্পের কাজ, এমনকি প্রকল্পের অনুকূলে বিধি বহির্ভূতভাবে নিয়োজিত থাকা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ, সম্মানী ফি, মুদ্রণ কাজ, বিভিন্ন বিল, মালামাল ক্রয় ও সরবরাহ প্রভৃতি ২,১৫,১৩,৯৯৯ টাকা; ১,২৬,৪৫,৩০৬ টাকা ও ১,৭৬,১৬,৪৮২ টাকা এবং এলজিইডি সদর দপ্তরের সকল অফিসে Lan Internet স্থাপন ও এর মাসিক সেবা বিল বাবদ ৩৩,৩২,৯৫২ টাকা ও ১,৩৪,১১,২৬৪ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে [পরিশিষ্ট ৯(১), ৯(২) ও ৯(৩)]।

অনিয়মের কারণ : আর্থিক ক্ষমতা অর্পন সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নম্বর-৫৭৪ ও ৫৭৫; তারিখঃ ১৬/০৮/২০১৫ খ্রি: এর আইটেম ক্রমিক নম্বর ৩৮ (খ) (গ) এবং অফিস স্মারক নম্বর-৮৩৮; তারিখঃ ২২/১২/২০০৪ খ্রিঃ এর আইটেম ক্রমিক নম্বর ৩৭ (২) (৩) এর শর্তসমূহ লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : (১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৬টি প্রকল্পের জবাব: বিষয়টি দাপ্তরিক সমন্বয় সাধন ও মৌখিক নির্দেশনার কারণে করা হয়েছিল। যা পরবর্তীতে পরিহার করা হবে।

(২) রস্ক-২ প্রকল্পের জবাব: এলজিইডি সদর দপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রাখা তথা একই ভবনে অবস্থিত রস্ক-২, এমআইএস সেল এর কার্যক্রম অব্যাহত রাখার স্বার্থে সেই সাথে সংশিষ্ট খাতে সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কোনরূপ বরাদ্দ না থাকায় সংস্থা প্রধানের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ও জনস্বার্থ জড়িত থাকায় তালিকায় বর্ণিত ব্যয় করা হয়েছে।

(৩) সেকায়েপ প্রকল্পের জবাব: এলজিইডি সদর দপ্তরের ইন্টারনেট সেবা ও বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রাখার স্বার্থে এবং সংশ্লিষ্ট খাতে সরকারি বরাদ্দের অপ্রতুলতা বা বরাদ্দ না থাকায় কর্তৃপক্ষের (DDO) সিদ্ধান্ত মোতাবেক সেকায়েপ প্রকল্পের কার্যক্রম Smooth Operation এর জন্য ও জনস্বার্থ জড়িত থাকায় এই ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা ও পার্টিসিপেশন এগ্রিমেন্ট এর শর্ত লঙ্ঘন করে ডিপিপি'র সংস্থান বহির্ভূত কাজের নামে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই অনিয়মিতভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রি: তারিখে ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রি: তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : আপত্তি অনুযায়ী অনিয়মিতভাবে অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**১০**
শিরোনাম	:	প্রকল্প সমাপ্তির পর উদ্বৃত্ত বা অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে রক্ষিত উদ্বৃত্ত অর্থ হতে বিভিন্ন কাজের নামে ১,৭৩,২৩,৩৬২ (এক কোটি তেহাত্তর লক্ষ তেইশ হাজার তিনশত বাষট্টি) টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে তা ব্যয় দেখিয়ে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় প্রক্সি মিনস টেস্টিং এডমিনিস্ট্রেশন (পিএমটিএ) ও উপজেলা সার্ভার স্টেশন (এলজিইডি অংশ) নির্মাণ প্রকল্পের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের ক্যাশ বই, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথি এবং ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত অর্থ প্রকল্প সমাপ্তির পর অব্যয়িত থাকায় তা সরকারি কোষাগারে জমা করার জন্য অর্থ বিভাগের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা সরকারি কোষাগারে জমা না করে বিভিন্ন কাজের নামে ১,৭৩,২৩,৩৬২ টাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। ট্রেজারী রুলস এর বিধি ৭(১)-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "এই পরিচ্ছেদে অত:পর বিবৃত বিধান ব্যতিত সরকারের রাজস্ব বাবদ অথবা সরকারের জিম্মায় জমা রাখার জন্য সরকারী কর্মচারীগণের দ্বারা গৃহীত অথবা তাহাদের নিকট জমাকৃত সমুদয় অর্থ অনতিবিলম্বে ব্যাংকে জমা করিতে হইবে। উপরোক্ত অর্থ বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না কিংবা হিসাবের বাহিরে অন্য কোন ভাবে রাখা যাইবে না। সরকারের কোন বিভাগ সরকারের রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারের হিসাবের বাহিরে রাখিতে পারিবে না"। পিএমটিএ প্রকল্পটি ৩১/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ সমাপ্ত হয়। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের ব্যাংক হিসেবে উদ্বৃত্ত বা অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে ০৩/০১/২০১৮ খ্রিঃ হতে ২৪/১২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন কাজের নামে চেক বা এডভাইস ইস্যুর মাধ্যমে ৯৬,০১,৫৯০ টাকা উত্তোলন ও তা ব্যয় দেখিয়ে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে [পরিশিষ্ট ১০(১)]। অপরদিকে, উপজেলা সার্ভার স্টেশন (এলজিইডি অংশ) নির্মাণ প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থ বৎসরে ৩০/০৬/২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের ব্যাংক হিসেবে উদ্বৃত্ত বা অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে ১০/০৭/২০১৪ তারিখ হতে ১৫/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন কাজে চেক বা এডভাইস ইস্যুর মাধ্যমে ৭৭,২১,৭৭২ টাকা ব্যয় করে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে [পরিশিষ্ট ১০(২)]।
অনিয়মের কারণ	:	অর্থ বিভাগের স্মারক নম্বর-অম/অবি/উঃ-১/বিবিধ-৪৬/৯৫/৫৮২ তারিখ: ০৮/০৪/২০০২ খ্রিঃ নম্বর-অম/অবি/উঃবা-১/বিবিধ-৪৬/২০০০/৮৪৬ তারিখ: ২৯/১২/২০০৪ খ্রিঃ এর ক্রমিক নম্বর ১৪ ও ১৬ এর শর্তসমূহ এবং ট্রেজারী রুলস ৭(১) এর নিদের্শনা লজ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	(১) সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় প্রক্সি মিনস টেস্টিং এডমিনিস্ট্রেশন (পিএমটিএ) প্রকল্পের জবাব: সেকায়েপ প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১৭ সালে শেষ হওয়ার পরও Project Completion Report (PCR) এবং নিবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য, ACF Correction ও বিতরণ সম্পন্ন কাজ চলমান থাকায় PMTA সেলকে আরো অতিরিক্ত ৩/৪ মাস কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হয়েছে। প্রকল্পের স্বার্থে এটা করা হয়েছে ফলে উল্লিখিত সময়ে সার্ভিস চার্জের অর্থ ডিসেম্বর ২০১৭ এর পরে ব্যয় করতে হয়েছে। তাছাড়া ডিসেম্বর ২০১৭ এর পূর্বে কিছু কাজের পাওনা পরিশোধ এবং প্রকল্পের স্বার্থেই এই ব্যয় করা হয়েছে। (২) উপজেলা সার্ভার স্টেশন (এলজিইডি অংশ) নির্মাণ প্রকল্পের জবাব: উপজেলা সার্ভার স্টেশন নির্মাণ করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক এলজিইডি-কে ২% সার্ভিস চার্জ (২% Consultancy Fees) প্রদান করা হবে মর্মে প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখ আছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক দেয় ২% সার্ভিস চার্জের অর্থ এলজিইডি ব্যাংক হিসেবে জমা রেখে অপারেশনাল কস্ট হিসেবে ব্যয় করে আসছে। এ অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়নের অর্থ নয়, এটি ২% সার্ভিস চার্জের অর্থ। সার্ভিস চার্জের অর্থ এলজিইডি তার অপারেশনাল কস্ট হিসেবে ব্যয় করবে যা ডিপিপিতে উল্লেখ আছে। প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি/ছাড় সবই নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অধীন Construction of Upazila & Regional Server Station for Electoral Database শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে হয়েছিল। এলজিইডি'র এক্ষেত্রে প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করার বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক।

নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, অর্থ মন্ত্রণালেয়র নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত কোন অর্থ প্রকল্প সমাপ্তির পর অব্যয়িত থাকলে তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া উক্ত অর্থ ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া জবাব অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির পর যে সকল কাজের বিপরীতে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ঐ সকল কাজ অত্যাবশ্যক বিবেচিত হলে এর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় হতে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে পৃথকভাবে অর্থ বরাদ্দ ছাড়া অর্থ ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই। ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিতে বর্ণিত অর্থ অতি সত্ত্বর সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং : ১১

শিরোনাম : আউটসোর্সিং সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত নির্দেশনা লঙ্ঘন করে এবং নির্ধারিত সেবা বহির্ভূত পদে নিয়োগ দানের জন্য যোগ্যতা, সংখ্যা এবং সেবামূল্য নির্ধারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই নিয়োগদান, সেবা গ্রহণ ও সেবামূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সরকারের ৮,২৫,৭০,৮০০ (আট কোটি পঁচিশ লক্ষ সত্তর হাজার আটশত) টাকা ক্ষতিসাধন।

বিবরণ : স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত পিইডিপি-৩, পিইডিপি-৪, এনবিআইডিজিপিএস-১ এবং এনবিআইডিএনএনজিপিএস-১ প্রকল্পের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ সময়ের ক্যাশ বহি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত নথি পত্রাদি ও সংশ্লিষ্ট বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আউট সোর্সিং সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত নির্দেশনা লংঘন করে এবং নির্ধারিত সেবা বহির্ভূত পদে নিয়োগদানের জন্য যোগ্যতা, সংখ্যা ও সেবামূল্য নির্ধারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়াই নিয়োগদান, সেবা গ্রহণ ও সেবামূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সরকারের ৮,২৫,৭০,৮০০ টাকা ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

উক্ত প্রকল্পসমূহে আউটসোর্সিং সংক্রান্ত নীতিমালায় বর্ণিত নির্দেশনা লঙ্ঘন করে ফ্যাসিলিটেটর, এসিসট্যান্ট ফ্যাসিলিটেটর ও কম্পিউটার অপারেটর পদে যথাক্রমে ৯ম, ১০ম ও ১১তম গ্রেডে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নীতিমালায় বর্ণিত নির্ধারিত সেবার আওতায় এ ধরণের কোন পদ নেই। তাছাড়া সার্ভিস চার্জ হতে উক্ত পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগের জন্য ডিপিপিতে কোন সংস্থান নেই। অপরদিকে সেবা প্রদানের ক্যাটাগরী, সংখ্যা ও যোগ্যতা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্ধারণ ব্যতিরেকে এবং জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন/সম্মতি ছাড়াই তাদেরকে নিয়োগদান, সেবা গ্রহণ ও সেবামূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সরকারের ৮,২৫,৭০,৮০০ টাকা ক্ষতিসাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ১১)।

অনিয়মের কারণ : অর্থ বিভাগের স্মারক নং-৫৯৭, তারিখ ০৭-০৮-২০০৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আউটসোর্সিং সংক্রান্ত নীতিমালার ক্রমিক নং-৩ (ক) ও ৭ (গ), অর্থ বিভাগের স্মারক নং-০১, তারিখঃ ০১-০১-২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে আউট সোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা-২০১৮ এর ক্রমিক নং ৩ (২) (৫) (৯), ৪ ও পরিশিষ্ট-ক এবং অর্থ বিভাগের পরিপত্র নম্বর-২৫৯, তারিখঃ ১০-০৬-২০১৯ খ্রিঃ ও নম্বর-৫০০ তারিখঃ ১৮-১২-২০১৯ খ্রিঃ এর শর্তসমূহ লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী আপত্তিতে বর্ণিত পদসমূহ ডিপিপিতে উল্লেখ থাকতে হবে। তাছাড়া বর্ণিত পদের সেবাসমূহ সম্পাদনের/গ্রহণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি থাকতে হবে এবং নির্ধারিত সেবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সেবা প্রদানকারীর ক্যাটাগরী ও সংখ্যা সরকারি কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনটাই পরিপালন না করে অনিয়মিতভাবে নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম। ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আপত্তিতে উল্লিখিত ৮,২৫,৭০,৮০০ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**১২**
শিরোনাম	:	২টি প্রকল্পের অনুকূলে সার্ভিস চার্জ বা বাস্তবায়ন ব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত ও গৃহীত অর্থ হতে আর্থিক ক্ষমতা বর্হিভূতভাবে অন্য প্রকল্পের অনুকূলে ধার হিসেবে ১৩,০৬,৫৬,১২০ (তের কোটি ছয় লক্ষ ছাপান্ন হাজার একশত বিশ) টাকা প্রদান এবং তা দীর্ঘদিন যাবৎ অসমন্বিত।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন NBIDNNGPS-1 ও NBIDGPS-1 এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বই, ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্ভিস চার্জ বা প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত ও গৃহীত অর্থ হতে আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP-4) এর অনুকূলে ধার হিসেবে ১৩,০৬,৫৬,১২০ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং তা দীর্ঘদিন যাবৎ অসমন্বিত অবস্থায় রয়েছে। ট্রেজারী রুলস এর বিধি ৭(১) -এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "এই পরিচ্ছেদে অত:পর বিবৃত বিধান ব্যতিত সরকারের রাজস্ব বাবদ অথবা সরকারের জিম্মায় জমা রাখার জন্য সরকারী কর্মচারীগণের দ্বারা গৃহীত অথবা তাহাদের নিকট জমাকৃত সমুদয় অর্থ অনতিবিলম্বে ব্যাংকে জমা করিতে হইবে। উপরোক্ত অর্থ বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না কিংবা হিসাবের বাহিরে অন্য কোন ভাবে রাখা যাইবে না। সরকারের কোন বিভাগ সরকারের রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারের হিসাবের বাহিরে রাখিতে পারিবে না"। NBIDGPS-1, NBIDNNGPS-1 ও PEDP-4 প্রকল্পের অনুকূলে এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ম্যানেজমেন্ট সার্পোট ব্যয় বা সার্ভিস চার্জ বা প্রফেশনাল ফি এর বিষয়ে এনবিআইডিএনএনজিপিএস-১, এনবিআইডিজিপিএস-১ প্রকল্পের অনুকূলে এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে PEDP-4 প্রকল্পের অনুকূলে ২০/০৮/২০১৮ হতে ০১/১২/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ধার হিসেবে মোট ১৩,০৬,৫৬,১২০ টাকা প্রদান করা হয়, যা নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘদিন যাবৎ এর কোন অর্থই সমন্বয় করা হয়নি (পরিশিষ্ট ১২)।
অনিয়মের কারণ	:	অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের পরিপত্র নং ৫৭৪ ও ৫৭৫, তারিখ: ১৬-০৮-২০১৫ খ্রিঃ এবং উক্ত পরিপত্রের ক্রমিক নং ৩৮ (চ) এর শর্ত এবং ট্রেজারী রুলস ৭(১) এর নির্দেশনা লজ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	চলতি অর্থ বৎসরের মধ্যে ধারে প্রদত্ত অর্থ আদায়পূর্বক তা সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, এক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা লজ্ঘন করে ধারে অর্থ প্রদান করা হয়েছে এবং ধারে প্রদত্ত অর্থ একই অর্থ বছরের মধ্যে সমন্বয় করা হয়নি। ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করত: প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ধারে প্রদত্ত অর্থ জরুরী ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**১৩**
শিরোনাম	:	পুন: দরপত্র আহবান না করে সমঝোতার ভিত্তিতে ১ম আহবানকৃত দরপত্রেই ১৯.২০% উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের ১,৯৩,১৬,৬৬০ (এক কোটি তেরানব্বই লক্ষ ষোল হাজার ছয়শত ষাট) টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধন।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় পিএমটিএ'র ব্যাংক হিসাব হতে ঢাকা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের অনুকূলে স্থানান্তরিত অর্থের ২০১১-২০১২ হতে ২০১৯-২০২০ খ্রি: পর্যন্ত সময়ের দরপত্র আহবান ও গ্রহণ, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, চুক্তিপত্র সম্পাদন ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে ঢাকা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ক্যাম্পাসে অফিসার্স ও স্টাফ কোয়াটারের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের জন্য পুন:দরপত্র আহ্বান না করে সমঝোতার ভিত্তিতে ১ম আহবানকৃত দরপত্রেই ১৯.২০% উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের ১,৯৩,১৬,৬৬০ টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। ঢাকা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ক্যাম্পাসে অফিসার্স ও স্টাফ কোয়াটারের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের জন্য ঠিকাদার নাভানা কনস্ট্রাকশন লি: এর সাথে ১১,৯৮,১০,৯০৭ টাকায় চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়। উক্ত কাজের অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্য ১০,০৪,৯৪,২৪৭ টাকা এবং প্রাক্কলনের কারিগরি প্রতিবেদন মোতাবেক ২০১১-১২ অর্থ বছরের রেইট সিডিউল অনুযায়ী ২৭-১২-২০১১ খ্রি: তারিখে দরপত্র আহ্বান এবং ১৪-০৩-২০১২ খ্রি: তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। বর্ণিত কাজের দরপত্রে মাত্র ০৩ জন দরদাতা দরপত্র দাখিল করে অর্থাৎ দরপত্রে বহুল প্রতিযোগিতা হয়নি। উল্লেখ্য একই অর্থ বছরে নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের বিপরীতে জুলাই/২০১১ মাসে আহবানকৃত দরপত্রে ৩ জন একই দরদাতা অংশগ্রহণ করে এবং সেক্ষেত্রেও নাভানা কনস্ট্রাকশন লি:-কে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের রেইট সিডিউল অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনের বিপরীতে ৫.১০% উর্ধ্বদরে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় [পরিশিষ্ট ১৩(১)]। অথচ ঐ একই দরদাতা নাভানা কনস্ট্রাকশন লি:-কে অনুরূপ কাজে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের রেইট সিডিউল অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনের বিপরীতে ১৯.২০% উর্ধ্বদরে দরপত্র গ্রহণ ও অনুমোদনপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে পিপিআর অনুযায়ী পুন:দরপত্র আহ্বানের আবশ্যকতা থাকলেও তা না করে সমঝোতার ভিত্তিতে একই দরদাতা নাভানা কনস্ট্রাকশন লি: এর দরপত্র ১৯.২০% উর্ধ্বদরে গ্রহণ চুক্তিপত্র সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে সরকারের ১,৯৩,১৬,৬৬০ টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে [পরিশিষ্ট ১৩]।
অনিয়মের কারণ	:	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯৮(২৫), বিধি-১২৭ (২) (গ) এবং উদাহরণ (৩) এর লঙ্ঘন [পরিশিষ্ট ১৩(২)]।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	সংশ্লিষ্ট কাজটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণপূর্বক বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে ২ টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং এলজিইডি ও সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে যোগ্যতা অনুসারে ৩ জন দরদাতা অংশগ্রহণ করে। সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত দর তৎসময়ের বাজার দর যাচাই-বাছাই করে বাজার দরের চাইতে উদ্ধৃত দর কম/নিম্নদর হওয়ায় টেন্ডার কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক Competent Authority'র অনুমোদন মোতাবেক কাজটি বাস্তবায়ন করা হয়।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ সমসাময়িক সময়ে বাজার দর যাচাই-বাছাই করে রেইট সিডিউলভূক্ত আইটেম এবং সিডিউল বহির্ভূত আইটেমসমূহের দর নির্ধারণপূর্বক প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই দরদাতা কর্তৃক উদ্ধৃত দর ১৯.২০% উর্ধ্বদর বাজার দরের চেয়ে নিম্নদর হওয়ার কোন অবকাশ নেই। তাছাড়া অফিস ও বাসভবনের জন্য সম্পাদনযোগ্য/সম্পাদিত একই কাজ রেইট সিডিউলভূক্ত আইটেম হওয়ায় বাসভবনের কাজের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের কোন কারণ নেই। ০১/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিস্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রি: তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত ক্ষতিসাধনকৃত টাকা আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**১৪**
শিরোনাম	:	জনবল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এলকেএসএস এর নিকট হতে বিলের গ্রস এমাউন্টের উপর কর্তনযোগ্য আয়কর বাবদ ৫০,৮২,৩১৮ (পঞ্চাশ লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশত আঠার) টাকা কর্তন/আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় এনবিআইডিজিপিএস-১, এনবিআইডিএনএনজিপিএস-১, পিইডিপি-৩ ও পিইডিপি-৪ এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসর পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বই, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, জনবল সরবরাহের জন্য এলকেএসএস এর সাথে চুক্তিপত্র ও দাবীকৃত বিল-ভাউচার এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,সার্ভিস চার্জ হিসেবে গৃহীত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে জনবল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এলকেএসএস এর নিকট হতে বিলের গ্রস এমাউন্টের উপর কর্তনযোগ্য আয়কর বাবদ ৫০,৮২,৩১৮ টাকা কর্তন/আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়েছে। বর্ণিত ৩টি প্রকল্পের সাথে জনবল সরবরাহকারী হিসেবে এলকেএসএস এর সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক যে সকল বিল দাখিল করা হয়, সে সকল বিলে প্রাপ্য কমিশনের উপর প্রযোজ্য আয়কর কর্তন করা হলেও বিলের গ্রস এমাউন্টের উপর প্রযোজ্য ২% হারে আয়কর হতে কর্তন করা হয়নি। ফলে সরকারের ৫০,৮২,৩১৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট ১৪)।
অনিয়মের কারণ	:	আয়কর পরিপত্র ২০১৬-১৭ এর বিধি-১৬ ধারা ৫২এ এর ক্রমিক নম্বর-৮ এবং ধারা-৫২ এ লঙ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	নথি পর্যালোচনান্তে কম কর্তনকৃত আয়কর আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে আয়কর পরিপত্র ২০১৬-১৭ অনুসারে বিলের গ্রস এমাউন্টের উপর আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ৫০,৮২,৩১৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	জবাব অনুসারে জরুরী ভিত্তিতে আয়কর বাবদ কর্তনযোগ্য ৫০,৮২,৩১৮ টাকা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**১৫**
শিরোনাম	:	প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে মোবাইল ফোনের সংযোগকৃত সীম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের ৪৫,১৭,২০২ (পয়তাল্লিশ লক্ষ সতের হাজার দুই শত দুই) টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধন।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ০৫টি প্রকল্পের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বহি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, মোবাইল ফোনের বিল-ভাউচার, মোবাইল সিম সরবরাহের বিবরণ ও আনুষাঙ্গিক নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্ভিস চার্জ হিসেবে গৃহীত অর্থ হতে প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে সংযোগকৃত মোবাইল সীম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের ৪৫,১৭,২০২ টাকা ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রকল্পসমূহের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মোবাইল বিল পরিশোধ করা হয়েছে তন্মধ্যে শুধুমাত্র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাইল ফোনের সিম ব্যবহারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। কিন্তু তাঁরা প্রকল্পের সংস্থানকৃত পদের বিপরীতে নিয়োগ/নিয়োজিত নন এবং তাঁরা প্রকল্প হতে বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করেন না। প্রাধিকারভূক্ত কর্মকর্তা হিসেবে বেতন বিলের সাথে প্রাপ্যতা অনুযায়ী মোবাইল ভাতা পেয়ে থাকেন। তাই তাঁরা সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে পুনরায় মোবাইল ভাতা প্রাপ্য নন। মোবাইল সীম সরবরাহ/বরাদ্দের তালিকা ও পরিশোধিত বিল মোতাবেক অবশিষ্ট কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রকল্প হতে মোবাইল ফোনের সীম সংযোগ ব্যবহারের প্রাধিকারভূক্ত নন। তাই প্রাপ্যতা বহির্ভূতভাবে প্রকল্পের অর্থ হতে মোবাইল ফোনের বিল পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ৪৫,১৭,২০২ টাকা ক্ষতিসাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ১৫)।
অনিয়মের কারণ	:	সরকারি মোবাইল/সেলুলার সংযোগ নীতিমালা-২০০৪ এবং এর সংশোধন ও সরকারি টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ২৯ (চ), অনুচ্ছেদ নং-৩৩ ও ৩১ এর শর্তসমূহ লঙ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	প্রকল্পের প্রয়োজনে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের জন্য মোবাইল সীম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং এর বিপরীতে মোবাইল বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, সরকারি মোবাইল/সেলুলার সংযোগ নীতিমালা লঙ্ঘন করে ডিপিপিতে সংস্থান ও অর্থ বরাদ্দ এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরী ছাড়াই প্রাধিকার বহির্ভূত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মোবাইল সীম বরাদ্দ ও এর বিপরীতে মোবাইল বিল পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত ৪৫,১৭,২০২ টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**১৬**
শিরোনাম	:	ফায়ার পাম্প ও জকি পাম্প প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২০২.৯১% ও ৪৬.৫৯% উর্ধ্বদরে ক্রয়/সরবরাহের মাধ্যমে মাত্র ২টি আইটেমেই সরকারের ৫৬,২৭,১৪০ (ছাপান্ন লক্ষ সাতাশ হাজার একশত চল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধন।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় পিএমটিএ'র ব্যাংক হিসাব হতে ঢাকা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের অনুকূলে স্থানান্তরিত অর্থের বিষয়ে ২০১১-২০১২ হতে ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বই বিল-ভাউচার এমবি চুক্তিপত্র ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে অফিসার্স ও স্টাফ কোয়াটারের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের বিপরীতে ফায়ার পাম্প ও জকি পাম্প প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ২০২.৯১% ও ৪৬.৫৯% উর্ধ্বদরে ক্রয়/সরবরাহের মাধ্যমে মাত্র ২টি আইটেমেই সরকারের ৫৬,২৭,১৪০ টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। ঢাকা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ক্যাম্পাসে এলজিইডি'র অফিসার্স ও স্টাফ কোয়াটারের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের জন্য ঠিকাদার নাভানা কনস্ট্রাকশন লি: এর সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়। দরপত্র আহ্বানের পূর্বে প্রস্তুতকৃত ও অনুমোদিত প্রাক্কলনের কারিগরি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রেইট সিডিউল বহির্ভূত আইটেমসমূহ বর্তমান বাজার দর যাচাই করে এর প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী প্রতি সেট ফায়ার পাম্প ১৩,২৬,০০০ টাকা হিসেবে ০২ সেট এর মূল্য ২৬,৫২,০০০ টাকার স্থলে প্রতি সেট ৪০,১৬,৫৭০ টাকা হিসেবে ৮০,৩৩,১৪০ টাকা এবং প্রতি সেট জকি পাম্প ৫,২৮,০০০ টাকার স্থলে প্রতি সেট ৭,৭৪,০০০ টাকায় ক্রয়/সরবরাহ নেয়া হয়েছে। একই ক্যাম্পাসে সমসাময়িক সময়ে একই প্রকৃতির কাজের জন্য ২টি ভিন্ন ভিন্ন দরপত্রে ০৩ জন একই দরদাতা দরপত্রে অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার সুফল হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। অপরদিকে বর্ণিত দুটি আইটেম এর সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রের মূল্য দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হতে ২০২.৯১% ও ৪৬.৫৯% বেশি এবং এ কাজের বিপরীতে কোন সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দও দেয়া হয়নি। তাছাড়া কাজটির প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের রেইট সিডিউল অনুযায়ী এবং সিডিউল বহির্ভূত আইটেম বর্তমান বাজার দরের ভিত্তিতে বিধায় ২০২.৯১% ও ৪৬.৫৯% উর্ধ্বদরে দাখিলকৃত দর বিদ্যমান বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দাবী করার কোন অবকাশ নেই। ফলে ফায়ার পাম্প ও জকি পাম্প যথাক্রমে ২০২.৯১% ও ৪৬.৫৯% উর্ধ্বদরে ক্রয়/সরবরাহের মাধ্যমে সরকারের ৫৬,২৭,১৪০ টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ১৬)।
অনিয়মের কারণ	:	পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯৮(২৫) বিধি-১২৭ (২) (গ) এবং উদাহরণ (৩) এর লঙ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	আলোচ্য কাজটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত OTM প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করা হয়। সেক্ষেত্রে দরদাতাগণ তাদের বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী প্রতিটি আইটেমের দর বিশ্লেষণপূর্বক Quot করে থাকেন। পক্ষান্তরে আপত্তিতে উল্লিখিত আইটেম ২টি এলজিইডি'র Rate Schedule বহির্ভূত আইটেম হওয়ায় উক্ত আইটেম ২টির একক দর সঠিকভাবে মূল্যায়ন কিংবা মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হওয়ায় বর্তমান বাজার দরের সাথেই মূল্যায়ন করতে হয়েছে। বর্ণিত কাজে সর্বমোট ২৭৭ টি আইটেমের কাজ Quoted rate অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে। সুতরাং ১টি কিংবা ২টি আইটেম এর দর খুব বেশি কিংবা কম হওয়ার কারণে পৃথকভাবে আর্থিক ক্ষতিসাধিত হওয়ার কোন ঘটনা ঘটেনি।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ সমসাময়িক সময়ে বাজার দর যাচাই-বাছাইপূর্বক রেট সিডিউলের আইটেম এবং সিডিউল বহির্ভূত আইটেমসমূহের দর নির্ধারণপূর্বক প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই আলোচ্য দু'টি আইটেমের উদ্ধৃত দর প্রকৃতপক্ষে বাজার দরের চেয়ে ২০২.৯১% ও ৪৬.৫৯% উর্ধ্বদর হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। উল্লেখ্য ফায়ার প্রটেকশন সিস্টেম এর মোট ৩৯টি আইটেমের কাজের জন্য ১,৪৯,৩৭,৫০৫ টাকায় চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়। কাজটি ভিন্ন প্রকৃতির হওয়ায় ভিন্নভাবে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে কাজটি সম্পাদনযোগ্য ছিল। ০১/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রি: তারিখ তাগিদপত্রএবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**১৭**
শিরোনাম	:	ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত ও স্থাপনকৃত ৮টি লিফট, ডিজেল জেনারেটর, ফায়ার পাম্প, ওয়াটার পিউরিফিকেশন মেশিনসহ ১৩টি আইটেমের কাজের সমর্থনে চুক্তিতে বর্ণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহের সকল শিপিং ডকুমেন্টস এবং এর পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ গ্রহণযোগ্যতা সনদ ছাড়াই এর মূল্য বাবদ ৭,৬৩,৪১,৬৯০ (সাত কোটি তেষট্টি লক্ষ এক চল্লিশ হাজার ছয়শত নব্বই) টাকা ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৪টি প্রকল্প এবং সেকায়েপ এর আওতাধীন পিএমটি এডমিনিস্ট্রেশন এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ব্যাংক হিসাব হতে ঢাকা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের অনুকূলে স্থানান্তরিত অর্থের ক্যাশ বই, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিল ভাউচার, এম বি, চুক্তিপত্র প্রভৃতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গৃহীত সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত ও স্থাপনকৃত ৮টি লিফট, ডিজেল জেনারেটর, ফায়ার পাম্প, ওয়াটার পিউরিফিকেশন মেশিনসহ মোট ১৩টি আইটেমের কাজের সমর্থনে চুক্তিতে বর্ণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহের সকল শিপিং ডকুমেন্টস এবং এর পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ গ্রহণযোগ্যতা সনদ ছাড়াই এর মূল্য বাবদ ৭,৬৩,৪১,৬৯০ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে। ঢাকা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ভবনের ৭ম-১০ম তলা এবং একই ক্যাম্পাসে অফিসার্স ও স্টাফ কোয়াটারের ৭ম ও ৮ম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের জন্য একই ঠিকাদার নাভানা কনস্ট্রাকশন লিঃ এর সাথে ২টি পৃথক চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়। চুক্তি ২টির বিপরীতে ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত ও স্থাপনকৃত পরিশিষ্টে বর্ণিত মোট ১৩ টি আইটেমের কাজের সমর্থনে চুক্তিতে বর্ণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহের সকল শিপিং ডকুমেন্টস যেমন-এলসি, বিল অব এন্ট্রি, বিল অব লেডিং, প্যাকিং লিস্ট ও জাহাজীকরণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র এবং কর্তৃপক্ষের গঠিত টীম কর্তৃক এর পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ গ্রহণযোগ্যতা সনদ ছাড়াই এর মূল্য বাবদ ৭,৬৩,৪১,৬৯০ টাকা ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য এতদসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সরবরাহ করার জন্য বারংবার চাহিদা দেয়া সত্ত্বেও তা পাওয়া যায় না বলে সরবরাহ করা হয়নি। উক্ত ২টি কাজের নথিতে এতদ্‌সংক্রান্ত কোন রেকর্ড/ডকুমেন্টস পাওয়া যায়নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সংক্রান্ত ডকুমেন্টস ও প্রতিবেদনসহ গ্রহণযোগ্যতা সনদ ছাড়াই ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ১৭)।
অনিয়মের কারণ	:	ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত ও স্থাপনকৃত আইটেমগুলো কারিগরি দিক হতে উচ্চ সংবেদনশীল হওয়ায় সংশ্লিষ্ট আইটেমের বিষয়ে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কমিটি কর্তৃক চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহযোগ্য এবং প্রকৃতপক্ষে সরবরাহকৃত আইটেমসমূহের স্পেসিফিকেশন, ব্রান্ড, কান্ট্রি অব অরিজিন ইত্যাদির বিষয়ে সমর্থিত সকল শিপিং ডকুমেন্টস যাচাই মন্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ গ্রহণযোগ্যতা সনদ ছাড়া গ্রহণ এবং ঠিকাদারকে এর মূল্য পরিশোধ।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	আপত্তিতে উল্লিখিত ১৩টি আইটেমের কাজ Tender Schedule এ বর্ণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়। এক্ষেত্রে বাস্তবায়িত আইটেমগুলোর সমর্থনে চুক্তিতে বর্ণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহের সকল আনুষ্ঠানিকতা এবং প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র করেই মাপ বহিতে বিল এন্ট্রি করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। টেন্ডার সিডিউলে আলোচ্য সকল আইটেমের স্পেসিফিকেশন দেয়া হয়নি। অপরদিকে দরদাতা কর্তৃক দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত ও চুক্তিতে বর্ণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহের সকল শিপিং ডকুমেন্টস এবং বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের গঠিত টীম কর্তৃক এর পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ গ্রহণযোগ্যতা সনদ সরবরাহের জন্য বারংবার চাহিদা দেয়া সত্ত্বেও তা পাওয়া যায়নি । ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিতে বর্ণিত সমুদয় অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**১৮**
শিরোনাম	:	প্রকল্প বহির্ভূত কাজে গাড়ি ব্যবহারে আর্থিক ক্ষতি ৭৫,৭৫,৪২৮ (পঁচাত্তর লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত আটাশ) টাকা।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত উপজেলা সার্ভার স্টেশন (এলজিইডি অংশ) নির্মাণ প্রকল্পের অনুকূলে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের ক্যাশ বই, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয়ের বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত অর্থ হতে প্রকল্প বহির্ভূত কাজে গাড়ি ব্যবহারে ৭৫,৭৫,৪২৮ টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে, যা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ব্যয়িত সার্ভিস চার্জের ৫১.৯১%। প্রকল্পের সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে মোট ৫টি গাড়ির জ্বালানী, গ্যাস, লুব্রিকেন্ট, খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ মোট ৭৫,৭৫,৪২৮ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত যানবাহন ও ব্যবহারকারীর তালিকা অনুযায়ী দেখা যায় যে, ৫টি গাড়ির মধ্যে ১টি গাড়ি সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা কর্তৃক ব্যবহার করা হয় এবং অবশিষ্ট ৪টি গাড়ি এলজিইডি, সদর দপ্তরে যানবাহন শাখায় স্ট্যান্ডবাই ডিউটি হিসেবে ব্যবহার দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে ১টি গাড়ি সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ব্যবহারকারী হলেও তিনি সার্বক্ষণিক প্রাধিকারভূক্ত কর্মকর্তা নন। তিনি পুলের গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকারভূক্ত, যার ব্যয়ভার এলজিইডি'র সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দ হতে ব্যয় নির্বাহযোগ্য। অপর ৪টি গাড়ি সদর দপ্তরে স্ট্যান্ডবাই ডিউটি হিসেবে ব্যবহার করায় এর ব্যয়ভারও প্রকল্পের সার্ভিস চার্জ হতে নির্বাহ করার কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ ৫টি গাড়ি প্রকল্প বহির্ভূত কাজে ব্যবহারে ৭৫,৭৫,৪২৮ টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। যা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সার্ভিস চার্জ হিসেবে মোট ব্যয়িত ১,৪৫,৯৩,৫৮৪.৫৮ টাকার ৫১.৯১% [পরিশিষ্ট ১৮]।
অনিয়মের কারণ	:	আর্থিক ক্ষমতা অর্পন সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নম্বর-৫৭৪ ও ৫৭৫, তারিখঃ ১৬-০৮-২০১৫ খ্রি: এর আইটেম ক্রমিক নম্বর-৩৮(খ)(গ) এবং অফিস স্মারক নং-৮৩৮, তারিখঃ ২২-১২-২০০৪ খ্রিঃ এর আইটেম ক্রমিক নম্বর-৩৭(২)(৩) ও ক্রমিক নম্বর ৬ এর শর্ত এবং ২০-০৭-১৯৯৮ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভার কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন ।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অধীন Construction of Upazila & Regional Server Station for Electoral Database শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপজেলা সার্ভার স্টেশন নির্মাণ করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক এলজিইডি-কে ২% সার্ভিস চার্জ (২% Consultancy Fees) প্রদান করা হবে মর্মে প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখ আছে। এই ২% সার্ভিস চার্জের অর্থ এলজিইডি তার অপারেশনাল কস্ট হিসেবে ব্যয় করবে। অপারেশনাল কস্ট হিসেবে প্রকল্প শুরুর বছর ২০১০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৫টি গাড়ির জ্বালানী, গ্যাস, খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ/সংযোজন এবং মেরামত বাবদ বর্ণিত অর্থ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যয় করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ একদিকে আর্থিক ক্ষমতা অর্পন সংক্রান্ত শর্তাবলী লঙ্ঘন করে প্রকল্প বহির্ভূত কাজে গাড়ি ব্যবহার এবং অপরদিকে একনেক সভার সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের নামে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রি: তারিখে ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিস্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রি: তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষা সুপারিশ	:	আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং : ১৯

শিরোনাম : এলজিইডি-আরডিইসি ভবনের খালি স্পেস পিএমটিএ অফিস হিসেবে ব্যবহার করায় এর ভাড়া নির্ধারণ ও পরিশোধের অনুমোদনের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত ১২,৯৯,০৫০ টাকা অনুমোদন এবং ভাড়া বাবদ মোট পরিশোধিত ৩১,০৯,০৫০ (একত্রিশ লক্ষ নয় হাজার পঞ্চাশ) টাকা সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে এলজিইডি সদর দপ্তর ভবন রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে জমার মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।

বিবরণ : স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত পিএমটিএ'র ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৭-২০১৮ পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বই, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিল-ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা লজ্ঘন করে অনাবাসিক ভবনের ভাড়া নির্ধারণ ও আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত ১২,৯৯,০৫০ টাকা অনুমোদন এবং ভাড়া বাবদ মোট পরিশোধিত ৩১,০৯,০৫০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমার পরিবর্তে এলজিইডি সদর দপ্তর ভবন রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে জমার মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে।

এলজিইডি-আরডিইসি ভবনের খালি স্পেস পিএমটিএ জুলাই ২০০৮ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত অফিস হিসেবে ব্যবহার করায় এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক এর ভাড়া নির্ধারণ ও তা পরিশোধের অনুমোদন প্রদান করা হয়। আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য আর্থিক ক্ষমতাকে লজ্ঘন করে ক্ষমতার অতিরিক্ত ১২,৯৯,০৫০ টাকা ভাড়া পরিশোধের অনুমোদন এবং ভাড়া বাবদ মোট পরিশোধিত ৩১,০৯,০৫০ টাকা এলজিইডি সদর দপ্তর ভবন রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে জমা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ভাড়া বাবদ পরিশোধিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। তাই এক্ষেত্রে একদিকে আর্থিক ক্ষমতা লজ্ঘন এবং অপরদিকে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ১৯)।

অনিয়মের কারণ : আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগের অফিস স্মারক নং-অম/অবি/উবা-১/বিবিধ-৭৬/০২/৮৩৮ তারিখ: ২২/১২/২০০৪ খ্রি: এর সংযোজনী-১ এর ক্রমিক নম্বর ২৪ এবং জিএফআর বিধি-৫ ও সিটিআর বিধি-৭ এর শর্তসমূহ লংঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : সেকায়েপ ও এলজিইডি'র মধ্যে সহযোগিতা চুক্তির আলোকে দেখা যায় PMT Administration মূলতঃ সেকায়েপ পিএমটিএ সেল নামে অভিহিত এবং উক্ত সেল এলজিইডিতে অবস্থিত হবে। চুক্তি মোতাবেক পিএমটিএ এর অফিস ভাড়ার বিষয়ে সহযোগিতা চুক্তিতে (Participation Agreemant) এ অর্থের সংস্থান রয়েছে। ভাড়ার সংস্থান থাকায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও অনুমোদনক্রমে পিএমটিএ অফিসের ভাড়া পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা লজ্ঘন করে অর্থ বিভাগের সম্মতি ছাড়াই প্রধান প্রকৌশলী বা বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক ভাড়া নির্ধারণ ও আর্থিক ক্ষমতার অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রি: তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আপত্তিতে উল্লিখিত ৩১,০৯,০৫০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**২০**
শিরোনাম	:	প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখার কারণে অর্জিত সুদ বাবদ ৩৬,৭০,০৪৮ (ছত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার আটচল্লিশ) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত উপজেলা সার্ভার স্টেশন (এলজিইডি অংশ) নির্মাণ প্রকল্প এবং রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক)-২, এমআইএস সেল এর ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ২টি ব্যাংক হিসাবের ক্যাশ বই, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, নিরীক্ষিত দপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত ব্যাংক সুদ ও সরকারি কোষাগারে চালানের মাধ্যমে জমাকৃত অর্থের বিবরণী, অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয়ের বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখার কারণে অর্জিত সুদ বাবদ ৩৬,৭০,০৪৮ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট ২০)। উপজেলা সার্ভার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থ সোনালী ব্যাংক আগারগাঁও শাখা, ঢাকায় ২টি হিসেবে জমা রাখা হয় যার অর্জিত সুদ ৩৩,৩১,৩২৫ টাকা। অর্জিত সুদ হতে আয়কর বাবদ ৪,৬৭,৮১১ টাকা কর্তনের পর নীট অর্জিত সুদ ২৮,৬৩,৫১৪ টাকা। উক্ত নীট অর্জিত সুদের অর্থ হতে বিভিন্ন সময়ে মোট ৬,৮২,৭৫৮ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে কিন্তু অবশিষ্ট ২১,৮০,৭৫৬ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে তা ব্যয় করা হয়েছে। তাই সুদ বাবদ নীট অর্জিত অবশিষ্ট ২১,৮০,৭৫৬ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ২০ (১)]। অপরদিকে রস্ক-২, এমআইএস সেল প্রকল্পের বিপরীতে সার্ভিস চার্জ হিসেবে গৃহীত অর্থ সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ, শ্যামলী শাখা ও সোনালী ব্যাংক লিঃ, পাবলিক সার্ভিস কমিশন শাখা, ঢাকায় ২টি হিসেবে জমা রাখা হয় যার অর্জিত সুদ ৭১,২৩,৭০৯ টাকা। অর্জিত সুদ হতে আয়কর, এক্সসাইজ ডিউটি ও ব্যাংক চার্জ কর্তনের পর নীট অর্জিত সুদ দাড়ায় ৫৯,৭১,৫০৩ টাকা। উক্ত নীট অর্জিত সুদের অর্থ হতে বিভিন্ন সময়ে মোট ৪৪,৮২,২১১ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে কিন্তু অবশিষ্ট ১৪,৮৯,২৯২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। তাই সুদ বাবদ নীট অর্জিত অবশিষ্ট ১৪,৮৯,২৯২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ২০ (২)]।
অনিয়মের কারণ	:	অর্থ বিভাগ এর স্মারক নম্বর-অম/অবি/উঃপঃসাঃ/৩/৯৪/৪৫৩(২০০) তারিখঃ ২৩/১০/১৯৯৪ খ্রিঃ এর লঙ্ঘন ।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	(১) উপজেলা সার্ভার স্টেশন (এলজিইডি অংশ) নির্মাণ প্রকল্পের জবাবঃ ব্যাংকে অর্জিত সুদ বাবদ ২১,৮০,৭৫৬ টাকা ব্যাংক হিসাবেই রক্ষিত ছিল। প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি এর নির্দেশনা মোতাবেক Proxy Means Testing (PMT) প্রকল্পকে সার্ভিস চার্জের ৫৩,৯৯,২৩৫ টাকা ও সুদের ২১,৮০,৭৫৬ টাকাসহ সর্বমোট ৭৫,৮০,০০০ টাকা ধার স্বরূপ প্রদান করা হয়েছে। (২) রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক)-২ প্রকল্পের জবাবঃ তথ্য যাচাই-বাছাই করে অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে প্রমাণকসহ পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এর পরিপত্র নম্বর-৫৭৪ ও ৫৭৫ তারিখঃ ১৬/০৮/২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে এরূপ এক প্রকল্পের অনুকূলে গৃহীত অর্থ অন্য প্রকল্পের অনুকূলে ধার হিসেবে প্রদানের কোন ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষা সুপারিশ	:	দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিতে উল্লিখিত ব্যাংক সুদ বাবদ অর্জিত ৩৬,৭০,০৪৮ টাকা অতি সত্ত্বর সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**২১**
শিরোনাম	:	২টি প্রকল্পের অনুকূলে গৃহীত সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে প্রকল্প বহির্ভূত এলজিইডি'র বিভিন্ন দপ্তরে পত্রিকা সরবরাহের নামে অনিয়মিতভাবে ২০,৫০,৩৬০ (বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিনশত ষাট) টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত পিইডিপি-৩ ও এনবিআইডিএনএনজিপিএস-১ প্রকল্পের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৯-২০২০ খ্রি: পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বহি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, পত্রিকা সরবরাহের বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথি পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্ভিস চার্জ হিসেবে গৃহীত অর্থ হতে প্রকল্প বহির্ভূত এলজিইডি'র বিভিন্ন দপ্তরে পত্রিকা সরবরাহের নামে অনিয়মিতভাবে ২০,৫০,৩৬০ টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিইআইএমইউ) দায়িত্ব পালন করে। এ ইউনিটের মধ্যে বর্ণিত ২টি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করে। অথচ উক্ত প্রকল্পের আওতায় গৃহীত সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে প্রকল্পের বাহিরে এলজিইডি'র বিভিন্ন দপ্তরে পত্রিকা সরবরাহের মাধ্যমে ৭ (সাত) বৎসরে অনিয়মিতভাবে ২০,৫০,৩৬০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এলজিইডি'র কোন কোন দপ্তরের পত্রিকা সরবরাহের বিল উক্ত ২টি প্রকল্পের সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে পরিশোধ করা হয় তার তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে উক্ত ২টি প্রকল্পের কাজে পত্রিকা সরবরাহের জন্য ২০,৫০,৩৬০ টাকা ব্যয় হওয়ার কোন অবকাশ নেই। অর্থাৎ প্রকল্প বহির্ভূত বিভিন্ন দপ্তরে পত্রিকা সরবরাহের নামে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ২১)।
অনিয়মের কারণ	:	আর্থিক ক্ষমতা অর্পন সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রনালয়ের পরিপত্র নম্বর-৫৭৪ ও ৫৭৫, তারিখঃ ১৬-০৮-২০১৫ খ্রি: এর আইটেম ক্রমিক নম্বর-৩৮(খ), (গ) এবং অফিস স্মারক নং-৮৩৮, তারিখঃ ২২-১২-২০০৪ খ্রিঃ এর আইটেম ক্রমিক নম্বর-৩৭(২), (৩) এর শর্তসমূহ লঙ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	মিডিয়া সেলের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও তদারকির জন্য পত্রিকা সরবরাহের বিল পরিশোধ করা হয়। তাই এক্ষেত্রে কোন অনিয়মিত ব্যয় হয়নি।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতা এর শর্ত লঙ্ঘন করে ডিপিপি'র সংস্থান বহির্ভূত আইটেম হিসাবে পত্রিকা সরবরাহের নামে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই অনিয়মিতভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রি: তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	আপত্তি অনুযায়ী অনিয়মিতভাবে অর্থ ব্যয়ের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**২২**
শিরোনাম	:	একই ক্যাম্পাসে পাশাপাশি ২টি ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের জন্য একই ঠিকাদারের সাথে ৬ মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে সম্পাদিত ২টি চুক্তি অনুযায়ী ৮ জনের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১০ স্টেপ বিশিষ্ট লিফট এর মূল্যের চেয়ে ৬ জনের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৮ স্টেপ বিশিষ্ট লিফটের মূল্য বাবদ অতিরিক্ত ৭২,০০,০০০ (বাহাত্তর লক্ষ) টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৪টি প্রকল্প এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সেকায়েপ এর পিএমটি এডমিনিস্ট্রেশন এর ব্যাংক হিসাব হতে ঢাকা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের অনুকূলে স্থানান্তরিত অর্থের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ক্যাশ বই, বিল ভাউচার, চুক্তিপত্র ও সংশ্লিষ্ট নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে একই ক্যাম্পাসে পাশাপাশি ২টি ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের জন্য একই ঠিকাদারের সাথে ৬ মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে সম্পাদিত ২টি চুক্তি অনুযায়ী ৮ জনের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১০ স্টেপ বিশিষ্ট লিফট এর মূল্যের চেয়ে ৬ জনের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৮ স্টেপ বিশিষ্ট লিফটের মূল্য বাবদ অতিরিক্ত ৭২,০০,০০০ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। ঢাকা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ভবনের ৭ম-১০ম তলা এবং একই ক্যাম্পাসে অফিসার্স ও স্টাফ কোয়াটারের ৭ম ও ৮ম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের জন্য ২৯/০৯/২০১১ ও ০৭/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অর্থাৎ ৬ মাসেরও কম সময়ের ব্যবধানে একই ঠিকাদার নাভানা কনস্ট্রাকশন লিঃ এর সাথে ২টি পৃথক চুক্তি সম্পাদন করা হয়। চুক্তি ২টির মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের মূল ভবনের ৭ম-১০ম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজে ৮ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১০ স্টেপ বিশিষ্ট ২টি লিফটের মূল্য বাবদ প্রতিটি ৩৭,০০,০০০ টাকা হিসেবে ৭৪,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অপরদিকে একই ক্যাম্পাসে পাশাপাশি অফিসার্স ও স্টাফ কোয়াটারের ৭ম ও ৮ম তলায় উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজে ৬ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৮ স্টেপ বিশিষ্ট ৪টি লিফটের মূল্য বাবদ প্রতিটি ৫৫,০০,০০০ টাকা হিসেবে ২,২০,০০,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ধারণ ক্ষমতা ও স্টেপ অনুযায়ী অফিসার্স ও স্টাফ কোয়াটারের কাজের বিপরীতে সরবরাহকৃত লিফটের মূল্য নির্বাহী প্রকৌশলী ঢাকা জেলার মূল ভবনের সরবরাহকৃত লিফটের মূল্যের চেয়ে কম হওয়ার পরিবর্তে প্রতিটি অতিরিক্ত (৫৫,০০,০০০-৩৭,০০,০০০)=১৮,০০,০০০ টাকা হিসেবে অতিরিক্ত ৭২,০০,০০০ টাকা মূল্যে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক তা ঠিকাদারকে পরিশোধের মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতি করা হয়েছে (পরিশিষ্ট ২২)
অনিয়মের কারণ	:	জিএফআর বিধি-১০ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন করে ১ম আহবানকৃত দরপত্রের মাধ্যমে ১৯.২০% উর্ধ্বদরে কার্যাদেশ প্রদান।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	বাস্তবায়িত ২ টি ভবনের স্থাপিত ২ টি লিফটের স্পেসিফিকেশন ভিন্ন ভিন্ন ছিল। ফলে স্পেসিফিকেশন মোতাবেক প্রাক্কলিত মূল্যও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে এবং টেন্ডারে অংশগ্রহণকারী দরদাতাগণও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী তাদের দর উদ্ধৃত করেন। মোট কথা ২ টি লিফটেই পৃথক পৃথক স্পেসিফিকেশন হওয়ায় Estimated Cost ভিন্ন ছিল। সংশ্লিষ্ট লিফটগুলোর স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মূল্য নির্ধারিত হওয়ায় সেই মোতাবেক বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক নয়। কারিগরি প্রতিবেদন ও আইটেম বর্ণনা অনুযায়ী উভয় ক্ষেত্রে নতুন লিফট সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের চাহিদাকৃত স্পেসিফিকেশন এবং দরদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত স্পেসিফিকেশন ও সরবরাহকৃত লিফটসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ সকল শিপিং ডকুমেন্টস সরবরাহের জন্য বারংবার চাহিদা দেয়া সত্ত্বেও তা সরবরাহ করা হয়নি। ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিস্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত ক্ষতিসাধনকৃত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**২৩**
শিরোনাম	:	এলজিইডি'র সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ১(এক) দিনের বেতন বাবদ ৪০,০০,০০০ (চল্লিশ লক্ষ) টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদানের জন্য পিএমটিএ'র সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে ধার হিসেবে প্রধান প্রকৌশলীকে প্রদান করা হলেও তা অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে আদায়পূর্বক সমন্বয় করা হয়নি।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত সেকায়েপ প্রকল্পের আওতায় পিএমটিএ'র ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৭-২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বই বিল ভাউচার, ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত নথিপত্রাদি পর্যলোচনায় দেখা যায় যে, স্থানীয় সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত অর্থ হতে এলজিইডি'র সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ১ (এক) দিনের বেতন বাবদ ৪০,০০,০০০ টাকা প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে ধার হিসেবে প্রদান করা হলেও তা অদ্যাবধি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে আদায়পূর্বক সমন্বয় করা হয়নি। পিএমটিএ'র সার্ভিস চার্জের ব্যাংক হিসাব হতে এলজিইডি'র সকল পর্যায়ের কর্তকর্তাদের ১ (এক) দিনের বেতন বাবদ ৪০,০০,০০০ টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে ১৩/০৯/২০১৭ খ্রি: তারিখে চেক নং-২০১৩৪৪৪ এর মাধ্যমে ধার হিসেবে প্রদান করা হয়। প্রকল্পের সার্ভিস চার্জের অর্থ এরূপ ধারে প্রদানের কোন আর্থিক ক্ষমতা দেয়া হয়নি। অপরদিকে উক্ত ১ (এক) দিনের বেতন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে আদায়পূর্বক অদ্যাবধি সমন্বয় করা হয়নি। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের আর্থিক ক্ষমতা অর্পন সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নম্বর-৫৭৪ ও ৫৭৫ তারিখ-১৬/০৮/২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে এরূপ এক প্রকল্পের অনুকূলে গৃহীত সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে ধার হিসেবে প্রদানের কোন আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। অপরদিকে উক্ত পরিপত্রের ক্রমিক নম্বর-৩৮ (চ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের মধ্যে সকল হিসাব সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত উক্ত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়নি। অপরদিকে ধারে প্রদত্ত অর্থ দীর্ঘ ৩ (তিন) বৎসর যাবৎ অসমন্বিত অবস্থায় রয়েছে।
অনিয়মের কারণ	:	অর্থ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নম্বর-৫৭৪ ও ৫৭৫ তারিখ-১৬/০৮/২০১৫ খ্রি: এবং পরিপত্রের ক্রমিক নম্বর ৩৮ (চ) এর শর্ত লঙ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	এলজিইডি'র সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর একদিনের বেতন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদানের জন্য পিএমটিএ'র হিসাব থেকে ৪০ লক্ষ টাকা এলজিইডি কর্তৃপক্ষ ধার গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য ধার দেয়া টাকা প্রকল্প শেষে ফাপাড অডিট টিম কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা করার নির্দেশনা থাকায় ৪০ লক্ষ টাকার সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে এবং চালান ও অন্যান্য প্রমাণক অডিট টিমকে প্রদান করা হয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ উন্নয়ন প্রকল্পের আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী এক প্রকল্পের অনুকূলে গৃহীত সার্ভিস চার্জের অর্থ এরূপ ধার হিসেবে প্রদানের কোন আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করা হয়নি। যে সকল কর্মকর্তার ১(এক) দিনের বেতন ত্রান তহবিলে প্রদান করা হয়েছে সে সকল কর্মকর্তাদের নিকট হতে অর্থ আদায়ের কোন প্রমাণক না পাওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ হতে জবাবে বর্ণিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রি: তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	আপত্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট হতে ১ (এক) দিনের বেতন বাবদ ৪০,০০,০০০ টাকা আদায় করে পিএমটিএ'র ব্যাংক হিসাবে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং : ২৪

শিরোনাম : আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ২টি প্রকল্পের অনুকূলে সার্ভিস চার্জ বাবদ বরাদ্দকৃত ও গৃহীত অর্থ হতে এলকেএসএস এর মালিকানাধীন সাবস্টেশন নির্মাণ কাজের অনুকূলে ধার প্রদান এবং তা ফেরত না পাওয়ায় আর্থিক ক্ষতি ২৫,৮৭,৮৩১ (পঁচিশ লক্ষ সাতাশি হাজার আটশত একত্রিশ) টাকা।

বিবরণ : স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথ মিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ২টি প্রকল্পের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৭-২০১৮ পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বই, ব্যাংক হিসাব ও আনুসাঙ্গিক রেকর্ডপত্র এবং উক্ত একই বিষয়ের উপর ইতোপূর্বে ২০০৪-২০১৩ সময়ের অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে এলকেএসএস এর মালিকানাধীন সাবস্টেশন নির্মাণ কাজের অনুকূলে ধার হিসেবে প্রদত্ত ১,৩৫,৪৮,০৩১ টাকার মধ্যে ২৫,৮৭,৮৩১ টাকা উক্ত প্রকল্পের হিসেবে ফেরৎ না পাওয়ায় তা দীর্ঘদিন যাবৎ অসমন্বিত অবস্থায় রয়েছে।

ট্রেজারী রুলস এর বিধি ৭(১)-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "এই পরিচ্ছেদে অত:পর বিবৃত বিধান ব্যতিত সরকারের রাজস্ব বাবদ অথবা সরকারের জিম্মায় জমা রাখার জন্য সরকারি কর্মচারীগণের দ্বারা গৃহীত অথবা তাহাদের নিকট জমাকৃত সমুদয় অর্থ অনতিবিলম্বে ব্যাংকে জমা করিতে হইবে। উপরোক্ত অর্থ বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না কিংবা হিসাবের বাহিরে অন্য কোন ভাবে রাখা যাইবে না। সরকারের কোন বিভাগ সরকারের রাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারের হিসাবের বাহিরে রাখিতে পারিবে না"।

পিইডিপি-৩ ও রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-৩) এর সার্ভিস চার্জ বাবদ বরাদ্দকৃত ও গৃহীত অর্থের ব্যাংক হিসাব হতে ১৪/৩/২০১২ হতে ০৩/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে ৫ বারে মোট ১,৩৫,৪৮,০৩১ টাকা এলজিইডি কল্যাণ সমবায় সমিতি (এলকেএসএস) এর অনুকূলে ধার হিসেবে প্রদান করা হয়। যা ০১/০৪/২০১৫ হতে ২৮/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে পিইডিপি-৩ এর অনুকূলে ৪ বারে মোট ১,০৯,৬০,২০০ টাকা ফেরৎ প্রাপ্তির তথ্য পাওয়া যায়। অর্থাৎ ধার হিসেবে প্রদত্ত অর্থের মধ্য হতে মোট (১,৩৫,৪৮,০৩১-১,০৯,৬০২০০) =২৫,৮৭,৮৩১ টাকা ফেরৎ পাওয়া যায়নি, যা দীর্ঘদিন যাবৎ অসমন্বিত অবস্থায় রয়েছে। উল্লেখ্য রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-৩) হতে ধারে প্রদত্ত ২৫,০০,০০০ টাকা উক্ত প্রকল্পের হিসেবে ফেরৎ প্রাপ্তির কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (ফেজ-৩) ৩০/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে এবং পিইডিপি-৩ ৩০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হওয়ায় এদের হিসাবও বন্ধ (Close) করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট ২৩)**।

অনিয়মের কারণ : উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ এর পরিপত্র নম্বর-৫৭৪ ও ৫৭৫ তারিখ: ১৬/০৮/২০১৫ খ্রিঃ ও এর আইটেম নম্বর ৩৮(চ) এবং ট্রেজারী রুলস ৭(১) এর নিদের্শনা লজ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : ইতোপূর্বে উত্থাপিত ইস্যু বেজড় অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে সমুদয় অর্থ ফেরত পাওয়া গেছে। পিএ কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে প্রমাণকসহ বিএস জবাব পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত মোতাবেক জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। ধারে প্রদত্ত অর্থ ফেরতের সমর্থনে পেশকৃত প্রমাণক অনুযায়ী দেখা যায় যে, ধারে প্রদত্ত অবশিষ্ট অর্থ ফেরতের ৩ (তিন) বছরের অধিক সময় পূর্বেই সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-৩) সমাপ্ত ও তার হিসাব বন্ধ করা হয়েছে। তাই ধারে প্রদত্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের হিসেবে ফেরৎ প্রাপ্তির কোন সুযোগ না থাকায় প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক। ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : ধারে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ ফেরৎ পাওয়া গেলে তা সংশ্লিষ্ট সমাপ্ত প্রকল্পের হিসেবে হিসাবভুক্ত করার সুযোগ না থাকায় আপত্তিতে উল্লিখিত অসমন্বিত ২৫,৮৭,৮৩১ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং : **২৫**

শিরোনাম : প্রকল্পের বিপরীতে ব্যবহৃত গাড়িসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক মালামাল সরবরাহ কাজের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে প্রযোজ্য হারে মূসক কর্তন/আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় দন্ডসুদসহ ১৯,৪৪,৬৩৩ (উনিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শত তেত্রিশ) টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন।

বিবরণ : স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন পিইডিপি-৩ এবং রস্ক-২ প্রকল্পের সার্ভিস চার্জের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৯-২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বহি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক মালামাল সরবরাহ এবং গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সার্ভিস চার্জ বা অপারেশনাল কস্ট হিসেবে গৃহীত অর্থ হতে প্রকল্পের বিপরীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন গাড়িসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুসাংগিক মালামাল সরবরাহ কাজের বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে উৎসে প্রযোজ্য হারে মূসক কর্তন/আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় দন্ডসুদসহ ১৯,৪৪,৬৩৩ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়েছে (পরিশিষ্ট ২৪)।

পিইডিপি-৩ প্রকল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন গাড়িসমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিপরীতে বিভিন্ন সময়ে মোট ২৩,৩৯,৮৩৪ টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু উক্ত পরিশোধিত অর্থের উপর প্রযোজ্য হারে মূসক বাবদ কম কর্তনকৃত ১,১৫,৯০৮ টাকা কর্তন/আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। তাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা ও অর্থ আইন-২০১১ অনুযায়ী কর্তনযোগ্য/আদায়যোগ্য মূসকের উপর দন্ডসুদ বাবদ ৫০,৩০৫ টাকাসহ মোট ১,৬৬,২১৩ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়েছে [পরিশিষ্ট ২৪ (১)]।

রস্ক-২, এমআইএস সেল এর বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক মালামাল সরবরাহ এবং গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিপরীতে বিভিন্ন সময়ে মোট ১,৬১,৮০,৬৫৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে উৎসে কর্তনযোগ্য মূসকের চেয়ে ১০,৭২,৭০২ টাকা কম কর্তন/আদায় করা হয়েছে। তাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা ও অর্থ আইন-২০১১ অনুযায়ী কর্তনযোগ্য/আদায়যোগ্য মূসকের উপর দন্ডসুদ ৭,০৫,৭১৮ টাকাসহ মোট ১৭,৭৮,৪২০ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ২৪ (২)]।

অনিয়মের কারণ : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১ তারিখঃ ১২/১০/২০১১ খ্রিঃ ও নং-০৬/মূসক/২০১৬, তারিখ: ০২-০৬-২০১৬ খ্রিঃ এবং মূল্য সংযোজন কর আইন-১৯৯১ এর ধারা-৬(৪ ছ), (৪ ছ)(অ) [যা অর্থ আইন-২০১১ (২০১১ সালের ১২ নম্বর আইন) এর ধারা-৬৫(ঙ) এর বলে সন্নিবেশিত] এবং ধারা ৬(৪ ঙ) এর শর্তসমূহ লঙ্ঘন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : (১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন পিইডিপি-৩ প্রকল্পের জবাব: নথিপত্র পর্যালোচনান্তে কম কর্তনকৃত মূসক আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা করে অডিটকে অবহিত করা হবে।
(২) রস্ক-২ প্রকল্পের জবাব: তালিকা যাচাই করে আদায়যোগ্য ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে প্রমাণকসহ পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ক্ষমতাবলে ২০১১ ও ২০১৬ সালের সাধারণ আদেশের নির্দেশনা অনুযায়ী মূসক কর্তন করা হয়নি বিধায় অর্থ আইন ২০১১ অনুযায়ী দন্ডসুদসহ ১৯,৪৪,৬৩৩ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রিঃ তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : জবাব মোতাবেক অতি সত্বর আপত্তিকৃত ১৯,৪৪,৬৩৩ টাকা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ	:	**২৬**
শিরোনাম	:	দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটি, বিভিন্ন পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদেরকে সম্মানী এবং প্রকল্পের বিপরীতে ব্যবহৃত গাড়িসমূহ মেরামত বাবদ পরিশোধিত অর্থের উপর প্রযোজ্য হারে উৎসে আয়কর কর্তন/আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় দন্ডসুদসহ সরকারের ১০,৯৯,৩৯২ (দশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত বিরানব্বই) টাকা আর্থিক ক্ষতি।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন পিইডিপি-৩ এবং এনবিআইডিএনএনজিপিএস-১ প্রকল্প এবং রস্ক-২ প্রকল্পের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৯-২০২০ খ্রি: পর্যন্ত সময়ের সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সার্ভিস চার্জ হিসেবে গৃহীত অর্থ হতে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটি, বিভিন্ন পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদেরকে সম্মানী এবং প্রকল্পের বিপরীতে ব্যবহৃত গাড়িসমূহের মেরামত বাবদ পরিশোধিত অর্থের উপর উৎসে প্রযোজ্য আয়কর কর্তন/আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা না করায় দন্ডসুদসহ সরকারের ১০,৯৯,৩৯২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ২৫]। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন পিইডিপি-৩ এবং এনবিআইডিএনএনজিপিএস-১ প্রকল্পসমূহের সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটি, বিভিন্ন পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদেরকে সম্মানী এবং প্রকল্পের বিপরীতে ব্যবহৃত গাড়িসমূহের মেরামত বাবদ (৫১,৯৬,৭৬২+২,৪৭,৬০০)= ৫৩,০৪,৩৬২ টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু উক্ত সম্মানী ও গাড়ি মেরামত বিলের উপর উৎসে প্রযোজ্য হারে আয়কর বাবদ কর্তনযোগ্য ১,৮১,০৭২ টাকা কর্তন/আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। তাই আয়কর অধ্যাদেশ মোতাবেক কর্তনযোগ্য বা আদায়যোগ্য আয়করের উপর দন্ডসুদ বাবদ ৯২,২১৭ টাকাসহ মোট ২,৭৩,২৮৯ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ২৫ (১)]। রস্ক-২, এমআইএস সেল এর সার্ভিস চার্জের অর্থ হতে ওয়ার্কশপ ও আনন্দ স্কুল স্থাপন সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী এবং টিইসি'র সদস্যদেরকে সম্মানী বাবদ মোট ২২,৮৫,৯০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু উক্ত সম্মানীর উপর উৎসে প্রযোজ্য হারে আয়কর বাবদ কম কর্তনকৃত ২,২৮,৫৯০ টাকা কর্তন/আদায়পূর্বক তা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। তাই আয়কর অধ্যাদেশ মোতাবেক কর্তনযোগ্য/আদায়যোগ্য আয়করের উপর দন্ডসুদ ২,৭৪,৪২৭ টাকাসহ মোট ৫,০৩,০১৭ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ২৫ (২)]। একই প্রকল্পের বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক মালামাল সরবরাহ এবং গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের বিপরীতে বিভিন্ন সময়ে মোট ৮৮,৯৪,৬৩৬ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে উৎসে কর্তনযোগ্য আয়করের চেয়ে ২,৬৩,৯৯০ টাকা কম কর্তন/আদায় করা হয়েছে। তাই আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী কর্তনযোগ্য/আদায়যোগ্য আয়করের উপর দন্ডসুদ ৫৯,০৯৬ টাকাসহ মোট ৩,২৩,০৮৬ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট ২৫ (৩)]।
অনিয়মের কারণ	:	আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর বিধি ১৬, বিধি ১৩ ও ধারা ৫৭, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র ২০১৫ (আয়কর) এর ধারা ৫২এএ এবং পরিপত্র ০১ (আয়কর)/২০১৬-১৭ এর ধারা ৫২এএ এর শর্তসমূহ লঙ্ঘন।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	(১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন পিইডিপি-৩ এবং এনবিআইডিএনএনজিপিএস-১ প্রকল্পের জবাব : নথি পর্যালোচনান্তে কম কর্তনকৃত আয়কর আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা হবে। (২) রস্ক-২ প্রকল্পের জবাব : আদায়যোগ্য আয়কর আদায় করে প্রমাণকসহ পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০১৫ সালের আয়কর পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসারে উৎসে আয়কর কর্তন না করায় দন্ডসুদসহ সরকারের ১০,৯৯,৩৯২ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রি: তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	অনতিবিলম্বে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করতঃ তা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং	:	**২৭**
শিরোনাম	:	কনসালটেন্টদের চুক্তি মূল্যের উপর মূসক নির্ধারণ না করে নীট পারিশ্রমিক মূল্যের উপর মূসক নির্ধারণ ও কর্তন করায় আদায়যোগ্য মূসক ও দন্ডসুদ বাবদ ১৭,২১,৯২৭ (সতের লক্ষ একুশ হাজার নয়শত সাতাশ) টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধন।
বিবরণ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ৩টি প্রকল্প এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ফলিত গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের সার্ভিস চার্জের ২০১৩-২০১৪ হতে ২০১৯-২০২০ খ্রি: পর্যন্ত সময়ের ক্যাশ বহি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, কনসালটেন্টদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র এবং তাদেরকে অর্থ পরিশোধের বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কনসালটেন্টদের চুক্তিমূল্যের উপর মূসক নির্ধারণ না করে নীট পারিশ্রমিক মূল্যের উপর মূসক নির্ধারণ ও সে মোতাবেক মূসক কর্তন করায় আদায়যোগ্য মূসক ও দন্ডসুদ বাবদ সরকারের ১৭,২১,৯২৭ টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়েছে (পরিশিষ্ট ২৬)। পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন ০৩ টি প্রকল্প এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ১টি প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত কনসালটেন্টদের সাথে সম্পাদিত মোট চুক্তিমূল্যের উপর মূসক নির্ধারণ না করে নীট পারিশ্রমিক মূল্যের উপর মূসক নির্ধারণ করে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক মূসক কর্তন করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। অথচ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ অনুযায়ী মোট পরিশোধিত টাকার উপর মূসক কর্তনযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করায় আদায়যোগ্য মূসক ও দন্ডসুদ বাবদ পর্যায়ক্রমে সরকারের ১৫,২৮,০৭২ এবং ১,৯৩,৮৫৫ টাকা আর্থিক ক্ষতিসাধন হয়েছে [পরিশিষ্ট ২৬(১) এবং ২৬(২)]।
অনিয়মের কারণ	:	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নম্বর-২৫/মূসক/২০১৩, তারিখ: ০৬-০৬-২০১৩ খ্রি: এবং মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা-৬ (৪ ছ), (৪ ছ) (অ) [যা অর্থ আইন ২০১১ (২০১১ সালের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬৫ (ঙ) বলে সন্নিবেশিত] এর শর্তসমূহ লঙ্ঘন করা হয়েছে।
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	:	(১) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন পিইডিপি-৩, এনবিআইডিজিপিএস-১, এনবিআইডিএনএনজিপিএস-১ প্রকল্পের জবাব: নথি পর্যালোচনান্তে কম কর্তনকৃত মূসক আদায় করে তা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা হবে। (২) বারটান প্রকল্পের জবাব: আপত্তি মোতাবেক মূসক ও দন্ডসুদ বাবদ সমুদয় অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক জবাব প্রেরণ করা হবে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	:	জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশের নির্দেশনা মোতাবেক আপত্তিতে উল্লিখিত মূসক আদায় না করায় অর্থ আইন ২০১১ অনুযায়ী দন্ডসুদসহ সরকারের ১৭,২১,৯২৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ০১/১১/২০২০ খ্রি: তারিখ ১ (এক) মাস সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের শর্তে চূড়ান্ত অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫/০২/২০২১ খ্রি: তারিখ তাগিদপত্র এবং ১৪/০৩/২০২১ খ্রি: তারিখ আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	:	অতি সত্বর আপত্তিকৃত মূসকের অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়